



লোকসভা ভোটের আবহে প্রচারের ময়দানে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঘাটালে ফের চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলল বিরোধীরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩



জেল থেকে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্ত হয়েই আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ভোটপ্রচারে কেজরিওয়াল। প্রত্যেকটি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ দাগছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫



কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনে ১৭ মে শুক্রবার কোচবিহার শহরে ২৪ ঘণ্টার ব্যবসা বন্ধের ডাক দিল ব্যবসায়ী সমিতি। ...বিস্তারিত পাতা ৭



ঘরের মাঠে রাজস্থানকে হারিয়ে দিল চেন্নাই। জিতল ৫ উইকেটে। টসে জিতেও রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বিজেপি মিথ্যেবাদী মমতা তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত মোদি

‘রাজ্যপালকে পদত্যাগ না করিয়ে এখনও সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যাচার করছেন’

‘তৃণমূল আসলে দুর্নীতিকে ফুল টাইম বিজনেজ বানিয়ে ফেলেছে’!

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মেঃ লোকসভা ভোট চলাকালীন বাংলার রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানির অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যভবনেরই এক মহিলা কর্মী। পুলিশে অভিযোগও দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগে সর্বব হুয়েছে তৃণমূল। সরগরম পরিস্থিতিতে বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে এসে শনিবার রাজ্যভবনে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওটা শ্রীলতাহানির অভিযোগে তাঁর চূপ থাকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল এবং সন্দেশখালি ইস্যুতে রবিবার নির্বাচনী প্রচারে একযোগে মোদিকে আক্রমণ করলেন মমতা। লোকসভার আগে এই নিয়ে নয়বার ভোটপ্রচারে বাংলায় এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার মোদির চারটি সভা ছিল। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহের সমর্থনে ভোটপাডায় প্রথম সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির জনসভার খনিকক্ষণের মধ্যেই সেই ব্যারাকপুর লোকসভার কেন্দ্রেই আমড়াভাঙে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। আমড়াভাঙার সাধনপুর উল্লাডাঙা তুলসিরাম উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের সভা থেকে এদিন মমতা বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি রাজ্যভবনে লাউসাঁথেব। মেয়েরা যেতে পারছে না ভয়ে। আমি সংবিধান সঙ্কটে যাচ্ছি। রাজ্যপালের যে সব কীর্তি-কেলঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে, সেই কারণে আমার



যেকেরি শিরোনামে সন্দেশখালি ইস্যু। বদ বিজেপি তো বটেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহ এবং আরও অনেক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে

সম্প্রতি সন্দেশখালির বেশ কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো, ধর্ষণের ঘটনা মিথ্যে, এমনও তথ্য সামনে এসেছে। দুরন্ত বার্তা সেই ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করেনি। এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশ্চাৎ ভুয়ো ভিডিও বলে তোপ দেগেছে বিজেপিও। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোদির বক্তব্যে এদিন সন্দেশখালির ওই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে কিছুই শোনা যায়নি। বদলে এর আগের নির্বাচনী সভাগুলির মতোই সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন তিনি। আর এই নিয়েই মোদির উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, “এখনও সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছেন। সন্দেশ তো দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। সন্দেশ হচ্ছে, দেশের খবর কী? মোদি হারছেন, মোদি বিদায় নিচ্ছেন।” ১০০ দিনের কাজ নিয়েও এদিন মোদিকে নিশানা করেন মমতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “তিন বছর কাজ করিয়ে টাকা দিলেন না। তখন আপনার টাকা ছিল না পকেটে? আর এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর বলতে হচ্ছে আপনাকে। আপনি যত ইচ্ছে বলে যান, আমার গায়ে লেপসা পড়বে না।” রবিবার জোড়া সভা করেছেন বাংলার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমড়াভাঙার পর উল্লেখ্যীয় দলীয় প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে তিনি প্রচার করেন।

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মেঃ দুর্নীতির পর দুর্নীতি করে যাচ্ছে তৃণমূল। কোনও কিছুই বাদ দিচ্ছে না। আবাসের বাড়ি থেকে জল প্রকল্প, সব প্রকল্প থেকে কাটামনি নিচ্ছে তারা। এমন দলের প্রার্থীদের ভোটের দিন শাস্তি দেবেন তো? হাওড়ায় দলীয় প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে ভোট প্রচারে এসে এই প্রশ্ন রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে ফের একবার তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারীদের প্রাধান্য দেওয়া এবং তেমনদের রাজনীতি করার অভিযোগ করেছেন তিনি। হাওড়ার সাঁকরাইলের সভা থেকে কংগ্রেস এবং বামদলের নিশানা করতেও ছাড়েননি নরেন্দ্র মোদি। তবে তিনি দাবি করেছেন, সবার থেকে বেশি ‘গন্ডগোল’ করে তৃণমূলই! মোদি বলেন, “কংগ্রেসের দুর্নীতি, পরিবারবাদ এবং তেমনদের রাজনীতির সঙ্গে বামদলের অত্যাচার, সব মিলিয়ে খারাপ জিনিসগুলো এক জায়গায় জড়ো করলে তৈরি হয় তৃণমূল। ওই দলের নেতাদের কাজই হচ্ছে গন্ডগোল করা।” মোদির অভিযোগ, প্রকাশ্যে তারা জমি দখল করে, গুপ্তাঙ্গি করে, কিন্তু সরকার তাদের কিছুই বলে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তা নিয়েও ফের একবার সর্বব হু মোদি। হাওড়ার সভামঞ্চ থেকে তাঁর দাবি, “ইন্ডি জোটের সকল দল দুর্নীতি করে। কিন্তু তৃণমূল খোলাখুলি দুর্নীতি করে। অন্য দলের মতো লুকিয়ে কিছু করে না তারা। আসলে



দুর পর্তু গিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার তাঁকে বাঁচাচ্ছে। রাজ্যবাসী যে তৃণমূলের জন্য জলকষ্টে ভুগছে সেই দাবিও রবিবার করেছেন নরেন্দ্র মোদি তাঁর কথায়, “তৃণমূল তাঁদেরই টাকা দেয়, যাঁরা ওই দলের সঙ্গে যুক্ত বা তাদের কাটামনি

দেয়। আমরা সব ঘরে জল দিতে চাই। ওরা দিতে দিচ্ছে না। রাজনৈতিক ফায়দার জন্য বদবাসীকে জলকষ্ট দিচ্ছে তৃণমূল।” পাশাপাশি মোদির মুখে উঠে আসে সেই অনুপ্রবেশকারী ইস্যু। তিনি বলেন, তৃণমূল বাংলার পরিচিতি সফটে ফেলে দিয়েছে। তাঁদের চোখে দেশের মানুষ বহিরাগত, অনুপ্রবেশকারীরা নয়! মোদির দাবি, রাজ্যের মানুষের ভাল তাঁরা চায় না। তৃণমূল, তাঁরা শুধু অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা করে দিতে চায়। অনুপ্রবেশকারীরা যাতে বাংলা কবজা করে ফেলতে পারে, এই চেষ্টা করে যাচ্ছে তৃণমূল! বিস্ফোরক দাবি করেন মোদি। এদিন হুগলির টুটুডায় বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনেও জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন প্রধানমন্ত্রী বাংলায় তৃণমূলের একটাও আসন পাওয়ার অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “তৃণমূল বাংলার যুবকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তৃণমূল বাংলার যুবকদের ভবিষ্যৎ বিক্রি করে দিয়েছে। তৃণমূল বাংলার মা-বাবাদের স্বপ্ন বিক্রি করে দিয়েছে। তৃণমূলের প্রশ্ন ফাঁস ও নিয়োগ মাফিয়ার সবার্থিকে শেষ করে দিয়েছে। এদের বড় বড় নেতা-মন্ত্রী, আর মুখ্যমন্ত্রীর সব সৈন্যসামন্ত জেলে পড়ে রয়েছে। এদের নেতাদের বাড়ি থেকে যে ভাবে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে তাতে গোটা দেশ চমকে গিয়েছে। তৃণমূলের বাংলায় একটাও আসন জেতা উচিত নয়।”

মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে চিঠি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মেঃ আজ, রবিবার সন্দেশখালি পাট-২ নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র আরও সখ্যম রাখতে পারলেন না। থানা ঘেরাও থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে রাস্তায় ফেলে মারধর করার ঘটনা ঘটল। আর এই ঘটনার সঙ্গে রেখা পাত্র জড়িত বলে অভিযোগ। ভাইরাল হওয়া সন্দেশখালি সিং অপারেশনের পাট-১ এবং পাট-২ ভিডিওর সত্যতা করেনি দুরন্ত বার্তা। তবে এই ঘটনার পিছনে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা হাত আছে অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে বৌজদারি মামলা দায়েরের দাবি জানানো তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিষয়ে আজ নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ টুকেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস যে নালিশ টুকেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সন্দেশখালির এই ঘটনায় রেখা শর্মাকে সহযোগিতা করেছিলেন পিয়ালি দাসসহ বিজেপির একাধিক নেতারা। তাঁদের বিরুদ্ধেও বৌজদারি মামলা দায়ের করা হোক। এটা একটা বিশাল বড় অপরাধ। এই ঘটনা আসলে জগজিতিতা, প্রভাষণ, ভয় দেখানো এবং অপরাধমূলক যত্নের বলে উল্লেখ করা হয়েছে লিখিত চিঠিতে। গত শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সন্দেশখালি সিং অপারেশন পাট-২ প্রকাশের পরও গোটা ঘটনাটি অস্বীকার করেছেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। তিনি বলেন, “এটা তৃণমূলের সাজানো ঘটনা। সন্দেশখালির আন্দোলনে পেরে না উঠে এসব চক্রান্ত করছে!” এই অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র করলেও কেউ এখনও আদালতে গিয়ে মানহানি বা ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে বলে মামলা করেননি। আর নির্বাচন কমিশনে নালিশ নিয়ে রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেত্রী শশী পাঁজা বলেন, “সন্দেশখালিতে নারী ধর্ষণের অভিযোগ শুধু বিজেপির সাজানো তাই নয়, তাতে পূর্ণ মদত দিয়েছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। ভাইরাল হওয়া ভিডিও থেকে স্পষ্ট, সাদা কাপড়ের সই করিয়ে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল।”

‘আপনি হারছেন, প্রাক্তন সাংসদের লেটার প্যাড ছাপিয়ে রাখুন!’ শান্তনুকে কটাক্ষ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ১২ মেঃ রবিবার চতুর্থ দফা ভোটের আগে সরগরম বাংলা। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপির প্রচারে চার চারটি সভা রাজ্যে। অন্যদিকে পিছিয়ে নেই শাসকদল তৃণমূলও। সভা করেছেন মমতা-অভিষেকরাও। মতুয়া গড়ে এদিন নাম করেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এবার নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বনগারি বাগদার সভা থেকে অমিত শাহকে প্রবল কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, “মতুয়াদের শরণার্থী বলছেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। আর আমরা বলছি এরা সর্বাধি দেশের নাগরিক। শরণার্থীদের আলাদা রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের সরকার পরিবেশা আপনারা পান। আমি মনে করি, দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যা অধিকার আছে সেই একই অধিকার সব মতুয়াদের আছে।” পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প লক্ষীর ভাঙার নিয়ে বিজেপির প্রচার প্রসঙ্গেও তীব্র প্রতিক্রিয়া অভিষেকেরা বলেন, “লক্ষীর ভাঙার দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিজেপি জিতলে তো বন্ধ করবে? বছরের বারো বার যে ভাবে পাচ্ছেন তাই পারেন। বিজেপি কথায় কথায়



সভা করল। আর গত তিন বছর টিকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। গড়ে ৪০ মিনিট করে যদি সভা করে তাহলে ৬৮০ মিনিট সভা করেছে। এই ৬৮০ মিনিটে বাংলার জন্য কি করেছে? শান্তনু ঠাকুরকে বলব আপনি হারছেন। প্রাক্তন সাংসদের

লেটার প্যাড ছাপিয়ে রাখুন।” অভিষেক বলেন, “আমাদের নব নির্বাচনী রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর শপথের সময় ঈশ্বরের বদলে হরিদাদ ও গুরুদাদ ঠাকুরের নাম নিয়েছেন বলে তাঁর শপথের বাধা দিয়েছেন বিজেপির নিয়োজিত রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। ভাঙতা দিয়ে নাগরিকত্বের জন্য ফর্ম ছেড়ে দিয়েছে বাজারে। আর সেখানেই এলানাকে বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, আফগানিস্তানিদের স্বীকার করতে হবে। তারপর এনআরসি হবে। যদিও বিজেপি বলবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় দেখাচ্ছে। আমি বলছি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আবু ক বা নোটিফিকেশন করে বলুক নিঃ শর্ত নাগরিকত্ব দেব। এনআরসি হবে না। তাহলে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করুক বা না করুক আমি সমর্থন করব।” অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, “আগে বিজেপি শাসিত রাজ্যে লক্ষীর ভাঙার করে দেখাও। আমরা টাকা দিচ্ছি, আর বিজেপি টাকা আটকে দিয়েছে। আমরা লক্ষীর ভাঙার এক হাজার দিচ্ছি আর ওরা আধার-প্যানের লিংকের নাম করে এক হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে।” তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডার যোগ্য, নবজোয়ারে যে ভাবে গোপন ব্যালটে ভোট করে প্রার্থী হয়েছে। বাগদাতে আগামী দিনে সেই ভাবেই ৫০ হাজার মানুষের মত গোপন ব্যালটে নিয়ে বাগদার বিধানসভার প্রার্থী টিক হবে। এই মাঠে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ফের সভা হবে।

নতুন করে ফুঁসে উঠল সন্দেশখালি

থানা ঘেরাও, বিধায়কের ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা, যুব কর্মীকে বেধড়ক ‘মারধর’

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ১২ মেঃ ভোটসেব নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সন্দেশখালি। সন্দেশখালি থানার সামনে বিক্ষোভ প্রামেরে মহিলাদের। ধর্ষণের অভিযোগ উড়িয়ে আরও এক নির্মাতিতার বয়ান বদলের অভিযোগ! পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি সন্দেশখালির মহিলাদের। জোর করে নির্মাতিতা মহিলাদের থানা বদলের অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগ, সন্দেশখালির স্থানীয় তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক নির্মাতিতাদের টাকা দিয়ে চাপ তৈরি করে বয়ান বদল করছেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কমান্ডার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে তৃণমূল। আর তা নিয়েই হইচই। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ফের ভিডিও বানিয়ে নির্মাতিতাদের বয়ান বদল করছে। দিলীপ মল্লিক নামে এক তৃণমূল কর্মী প্রভাবিত করে নির্মাতিতাদের বয়ান বদল করছেন বলে অভিযোগ তোলেন প্রতিবাদীরা। এরই প্রতিবাদে প্রথমে মহিলারা সন্দেশখালি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। এরপর সেখান থেকে একটি দল বেরিয়ে গিয়ে এক তৃণমূল নেতৃত্বের বাড়িতে চড়াও হয়। পরে জানা যায়, ওই বাড়িটি তৃণমূল নেতা নারায়ণ

বিশ্বাসের। নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে দিলীপ মল্লিকের বাড়ি। সেখানে বিকালের রাজবাড়ি বাজারের মিটিংয়ের আগে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন



তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। ছিলেন দিলীপ মল্লিকও। সেই খবর পেয়ে নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়ির পাশ দিয়ে বেয়ে যান থানার সামনে বিক্ষোভরত বিজেপি মহিলা কর্মী সমর্থকরা। নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়ির সামনে লেটের মুখে রীতিমতো ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রতিবাদীরা। তাতান নামে

এক তৃণমূল যুব কর্মীর গুপের চড়ান হন মহিলারা। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। বিধায়ক সুকুমার

মাহাতোকেও ঘিরে ধরে চলে বিক্ষোভ। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক নিজের মোবাইল বার করে একটি ফোন করতে যাচ্ছিলেন। দেখা যায়, সে সময়ে বিধায়কের ফোনও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলে। রবিবার সন্দেশখালির থানা ঘেরাও করেছিলেন রেখা পাত্র ও বিজেপির অনাগামীরা। সেই সময়ে থানা থেকে

টিল ছোড়া দূরত্ব এলাকার তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বৈঠক করছিলেন। আচমকই সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন সন্দেশখালির কয়েকটি গ্রামের মহিলারা। এক তৃণমূল কর্মীকে তাঁর বাড়ি থেকে কলার ধরে টেনে এনে কিল, লাথি, ঘৃষি মারতে থাকেন। বৈঠক ছেড়ে ওই কর্মীকে বাঁচাতে যান তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক। তাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয়। মারমুখী জনতা সুকুমার মাহাতোকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এই ঘটনার পরে অভিযুক্ত দিলীপ মল্লিক বলেন, “বিজেপির এটাই সংস্কৃতি। টাকা দিয়ে ভিডিও বানানোটাও বিজেপির সংস্কৃতি। তৃণমূলের নয়। বিজেপি বুঝতে পেরেছে সন্দেশখালির মাটি তাদের পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। তাই এই ধরণের চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে।” বিধায়ক সুকুমার মাহাতা বলেন, “যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেটা বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতি করেছেন। তাঁকে বিক্ষোভকারীরা প্রশ্ন করতে পারছে না কেন?” যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সন্দেশখালি থেকে মিথ্যে ভিডিও বানানো হচ্ছে, যারা বানাবে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

‘পাকিস্তান পরমাণু বোমা ফেলবে বলে কি আমরা পিওকে-র দাবি ছেড়ে দেব?’



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মেঃ সায়নী ঘোষের হয়ে ভোটপ্রচারে মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস। আর ভোটপ্রচারে বেরিয়ে তাঁর মুখে শোনা গেল যাদবপুরের এক সময়ের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের নাম। সায়নীর জয় নিয়ে আশাবাদী অরুণের দাবি, দীর্ঘদিন এই এলাকা সিপিএমের গড় ছিল। অথচ তারা এখানে কোনও কাজই করেনি। বলেন, কাজ করেননি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যও। অরুণ বিশ্বাসের উদ্ভাটন। তিনি এখানকার মানুষের জন্য, এলাকার জন্য কিছু করেননি। স্বাধীনতার পর থেকে এখানে সিপিএমের পুরপ্রতিনিধিও ছিলেন। তারপরও কোনও উন্নয়ন হয়নি। অথচ মাত্র দু’বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক আমাদের পুরপ্রতিনিধি সন্দীপ দাস বেশিই নিয়েছেন উন্নয়ন কাকে বলে। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রেডিট।” বর্ণাত্ম শোভাযাত্রা করে এদিন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ প্রচারে বেরোন।

লখনউ, ১২ মেঃ পাকিস্তানের পরমাণু বোমা আছে বলেই কি ভারত, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দাবি ছেড়ে দেবে? উত্তর প্রদেশের তৃণপগড়ে এক সময়ের বিধায়ক থেকে প্রশ্ন ছুঁতে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর আগে, কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা আছে বলে সতর্ক করেছিলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাহও পিওকে পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের পরমাণু বোমা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। এদিন একসঙ্গে দুই নেতাকেই একহাত নেন অমিত শাহ। কৌশলী লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় শাহ বলেন, “মণিশঙ্কর আইয়ার এবং ফারুক আবদুল্লাহ বলেছেন, পাকিস্তানকে সম্মান করতে হবে। কারণ তাদের কাছে পরমাণু বোমা আছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত চাইবেন না। রাহুল বাবা, আপনি পরমাণু বোমাকে ভয় পেতে চাইলে ভয় পান। কিন্তু, আমরা ভয় পাই না। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই।” এর আগে, গত শুক্রবারও পাকিস্তানের বিষয়ে মণিশঙ্কর আইয়ারের মন্তব্যের নিন্দা করে বলেছিলেন, “পাকিস্তান থেকে পিওকে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, কংগ্রেস পরমাণু বোমার কথা বলে ভারতের জনগণকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি জানি না কংগ্রেসের কী হয়েছে। বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট। পিওকে-র প্রতি ইপিই জমি ভারতের এবং ভারতেই থাকবে।” ওইদিন সকালেই কংগ্রেসের মিডিয়া এবং প্রচার বিভাগের চেয়ারম্যান, পবন খেরা, সোশ্যাল মিডিয়ায় জারিয়েছিলেন, মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্যের সঙ্গে কংগ্রেস দল সম্পূর্ণরূপে একমত নয়। তিনি আরও বলেছিলেন, ভিডিওটি কয়েক মাস পুরনো। ভোটের প্রচারে বিজেপির আর কিছু বলার নেই বলেই, তাহা, এই পুরনো ভিডিওটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। তবে, তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। নির্বাচনের বাজারে কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্য বিজেপির প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কী বলেছিলেন মণিশঙ্কর আইয়ার? সম্প্রতি তাঁর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি কয়েক মাস আগের। এক সাক্ষাৎকারে মণিশঙ্কর আইয়ার জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানকে যথায়োগ্য সম্মান করা উচিত ভারতের। পাকিস্তান একটা সার্বভৌম দেশ। পাকিস্তানের হাতে পারমাণবিক বোমাও রয়েছে। তাই তাদের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষে জড়ানো উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, যদি কোনও ‘পাগল ব্যক্তি’ পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসে, সে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করতে পারে। সেটা ভারতের জন্য ভাল হবে না। তার প্রভাব আমাদের উপরও পড়বে। শুধু মণিশঙ্কর আইয়ার নন, পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের নেতা ফারুক আবদুল্লাহও। মোদি সরকারের একাধিক মন্ত্রী, ব্যবহার্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গে তোলেন। সেই বিষয়ে আবদুল্লাহ বলেছিলেন, ভারত পিওকে ফিরিয়ে আনতে গেলে পাকিস্তানও চূপচাপ বসে দেখবে না। পাকিস্তান ভারতে পরমাণু বোমা ফেলতে পারে বলেও সতর্ক করেছিলেন তিনি।

শ্রীলতাহানী ইস্যুতে রাজ্যভবনের আরও ৪ কর্মীকে তলব পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মেঃ শ্রীলতাহানির অভিযোগে হোয়ার স্টিট থানায় রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই তদন্ত শুরু করেছে লালবাজার। রাজ্যভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হলেও প্রাথমিকভাবে তা হাতে পায়নি পুলিশ। তবে দীর্ঘ টানাপড়ের পর সেই ফুটেজ আসে পুলিশের কাছে। এরপরই রাজ্যভবনে শ্রীলতাহানী ইস্যুতে একাধিক কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠাল লালবাজার। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানির অভিযোগ ওঠার পরই রাজস্থান জানিয়েছিল, সিসিটিভি ফুটেজ তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর রাজ্য পুলিশকে দেখানো বা যদিও সফলভাবে মানুষকে সেই ফুটেজ দেখানো হয়। তারপরই রাজ্যের পৃষ্ঠ দফতরের কাছ থেকে সেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর তাঁরা মনে করছে এই বিষয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে। তাই রাজ্যভবনের ৪ জন কর্মীকে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ঘটনার দিনের যে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে অভিযোগাকারিণী কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসছেন। তা দেখেছেন ওই চার কর্মী। সিসিটিভি ফুটেজ থেকেই ওই কর্মীদের চিহ্নিত করে পুলিশ এবং তাঁদের তলব করা হয়েছে। সোমবার তাঁদের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে লালবাজারে।

যোগ প্রদର୍শনী



বালুবথটি, ১২মহাবালুবথটি ত্রিধার
স্কাবের ইন্ডার হলে ১২ই মে রবিবার
সকালে নবদিশ যোগে প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র - এর প্রথম বর্ষ পুঁতি
উপকেন্দ্রে নবদিশ যোগে প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র - এর যোগা শিক্ষিকা
মমিতা অধিকারীর পরিচালনায় ও
ব্যবস্থাপনায় সংস্থার শিক্ষার্থীদের
নিয়োগ যোগে প্রশ্রণীর আয়োজ-
করা হয়। যোগ প্রশ্রণীতে উপস্থিত
ছিলেন যোগ স্পোর্টস
অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল - এর
সম্পাদক পদ্ম ভঙ্গ, হিলির এবং
বি এস গনজেন্টি কলেজ - এর
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর - অভিজিৎ
সক্রীয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর জেল-
সকীরা সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক
সৌম্য গোস্বামী, যোগ শিক্ষক
মৌসুমী অধিকারী পুতুভ প্রমুখ
যোগ প্রশ্রণীতে অংশগ্রহণকারী
প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এবং অনুষ্ঠান-
উপস্থিত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তদের
পাশাপাশি দক্ষদের সহচরীকৈ আমার
কর্ম জয় দেখাবেনী সংস্থার পক্ষ থেকে।
চারা গাছ দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উচ্চ মাধ্যমিকে

ସଫଳ ଛାତ୍ର

ছাত্রীদের সম্মাননা ও সংবর্ধনা প্রদান



আমার কুমার মিশ্র, মালদাঃ সংসকারী
কর্মচারী পরিবারে উচ্চ মাধ্যমিক ও
সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের সমান। এ
সংবর্ধনা প্রদান করলে মালদা জেল
রাজ্য সরকারি ফেডারেশন। রবিবার
ফেডারেশনের কর্মচারীরা বাড়ি বাড়ি
গিয়ে সকল ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা
প্রদান করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে
এদিন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্প
দ্বন্দ্ব ফুলের তোড়া প্রদান ও মিষ্টি
দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়
এদিন মূলত যাদের সম্মাননা প্রদর্শন
করা হয় তারা হলেন পিনাক পানি
সেন (৪৫৮) , নাকি স
হয়াসমিন (৪২৪) , কৌশিক
মাহাছো (৪২৫) , উষা মাছো
(৪০৫) , ঋতনালী মিশ্র (৪১৯)
এ দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
মালদা জেলা রাজ্য সরকারি
ফেডারেশনের সভাপতি চিত্তরঞ্জি
মিশ্র, সদস্য স্বপন মিশ্র, মদন
মাছো, কৃষ্ণ সরকার , ও শিক্ষক
জয়ন্ত রায়, রূপক কুমার সিংহ ,
সফল মিশ্র ফেডারেশনের কর্মীরা
প্রকাশ ছাত্র ছাত্রীদের আগামী দিন
সফলতা কামনা করে বক্তব্য প্রদান
করে। রাজ্য সরকারি ফেডারেশনের সভাপতি
সভাপতি চিত্তরঞ্জি মিশ্র জানান,
আমরা আমাদের সংগঠনের সকল
সদস্যদের পরিবারে যারা
উচ্চমাধ্যমিক ভালো ফল করেছে
তাদের উসাহ প্রদানের জন্য প্রতি
বর্ষই এটুকু পড়ে থাকি। এছাড়া
৪০০ এর বেশি নম্বর পাওয়া সকল
ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে ফুল
ছন্দ মিষ্টি প্রদান করে আমরা
তাদের উসাহ প্রদান করছি মাত্র

কেজারওয়ালের জামিনে
সত্যের জয় হলঃ অতীশি

নামাধিষ্ঠ, ১২ মে : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী
অনুবর্তীকালীন জেমিনি প্রসঙ্গে
দিল্লির মন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টি
নেত্রী অতীশা বলেন, এটি প্রসঙ্গে
জা. সংবিধান ও গণতন্ত্রকে বাঁচাতে
এগিয়ে আসার জন্য আমি সুপ্রিম
কোর্টে দায়িত্ব দিচ্ছি। আমি
নিশ্চিত যে কেজরিওয়াল জে
থেকে বেরিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে অর্থ
দেবেন্দ্রপ্রসাদ, দেশের সর্বোচ্চ আদালত
সুপ্রিম কোর্ট এগিয়ে সুপ্রিম
কোর্টের প্রার্থনাগুলি জারি মঞ্জুর
করবে। লোকসভা ভোটের শেষ দফা
১ জন পক্ষ জেগের বাইরে থাকবে
কিন্তু ২ জন তাঁকে আত্মসমর্পণ
করতে হবে কারা কর্তৃপক্ষকে কাছে

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

মালিয়ার, ১২মেরে আই বা কৃত্রিম মেঘার অন্তরালে ঠাক কুমীর বঞ্চিত। এই ভারতীয় স্টার্ট আপ তারই সমাধান চায়। নারিকেল গাছের ছায়ায় চট্টকা রোদ থেকে আড়াল করেতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটি ফোরোলে। ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্ণাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সন্ধ্যা। কিন্তু, গরম ও গুপ্তোটি ক্রমশ বাড়ছে। স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চট্টকা একের পর এক অভিজ্ঞ ও ক্লিপে ক্লিক করে। সদা শুরু করছে এই ইন্টারেক্টিবাল ব্যবহার। সেটি কেমন সুস্বাদু তা বোঝা যাচ্ছে। প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চট্টকার (যে অন্য অনেকে দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরের ব্যবহার করে নামের শেষ অক্ষরের বদলে) ব্যাক্স ছিল মাত্র ১৪৪ টাকা (২.২৫ ডলার)। তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন মধ্যে ৬ ঘণ্টা করে যেতে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকার দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাত্র মাইনেসে প্রায় সমান। ওটা সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ড্যা শুনতে হয়। সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তখনও না। ব্যাক্স অ্যাকটিভেট টাকা জমা পড়বে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রখ্যাত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্ডে টেচিয়ে পড়ে দিলেই। চট্টকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে। ভারতে ন্যূনতম অয়ের প্রায় চুক্তি গুণ। আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে। সেইসঙ্গে ক্লাবের ১০ শতাংশ বোনাস ভয়েস স্ক্রিন টেক্সটক হলেই চট্টকার কণ্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে। অ্যাট্রাক্টিবিশ্যল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেঘের রমরমা জনাই। বর্তমানে তো এআইইই সব। যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো ব্যবসায় ভাষা মডেলই ইংরেজির মতো কাজ নিয়েই কাজ করে। অন্য লাইনে যার টেকস্ট এবং অডিও ডেটা আখরায় পাওয়া যায়। অন্যান্যদিকে, কন্ডে ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না। (ইউইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি বাক্য আছে, কিন্তু কন্ডে নিয়ে মাত্র ৩০০ হাজার)। এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সুগাঢ় করে তুলতে হবে অর্থাৎ স্থানীয় বাকচিহ্ন বুঝতে অনুভূতি না হয়। ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা। কিন্তু, কন্ডেদের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকস্ট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য বাণ্ডুর তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায়। একই মাগের চাহিদা আরও শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে। বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিগিরই চল বেশি। এই বর্ণিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান। তথ্য নিয়ে

তাবিরক্ত। প্রথমেই কারিয়া তার কনোনে খস্মি চাকরি মন। বরং ক্রত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায়। স্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সম্পদে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পৰ্শন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান। এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাপ করে দেয়। কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার প্রাথমি মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ১০০ থেকে ৫০০ লক্ষ টাকা প্রায় ৮ লক্ষ ডলার/দিয়েছে। ২০০৩-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষকে দিয়ে বোলেছে, টিকাচ ঢাললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্রত দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারবে। চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই পাবল হরেনে। স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে গেল। চোপড়া বালুহে, এটা একটি পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প। সম্পদ শক্তি। আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের প্রবণবটন। চোপড়াই প্রথম পরিসংখ্যান, যা বাবিরে দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এখাই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে। চ্যাট, জিপিটি এবং মেটোর কেসে সবুজের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও প্লেগালা সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। নিজেদের পরিচয় দিয়ে, কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই খুচরায় ২ ডলারের কম রোজগার করে। তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়ে প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা। ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে। তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিসরে দেয়া দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সামার বালুহা কণিয়ারে বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে। তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে। বেশি। তবে কর্মীদের বজ্জ্বা মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি টাকা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব। এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সম্ভাব্য প্রাথমিকই থাকবে। কারিয়ারা কথা শুনলে অনেক কিছু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছে অলাভজনক সম্ভাব্য হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে। কিন্তু, পাঠের তারা মুম্বাইয়ের বাবাসারী হয়ে ওঠে। তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন। এটি বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরিষ্কার-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না। সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা কোম্পানি ইন্ডো। যে দেশে গ্রামাঞ্চলে একজন গরীব আ্যুটিউব স্মার্টফোনেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্বে ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী ১০ মিলিয়ন আগে ডারভে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেরও জীবন অতিবাহিত করছে। তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ে ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে নেপথ্যিক বাস্তববোধলুগ থেকে ৭০ মাইল দূরে

করছেন খেত পেয়েই গুলমেহাঁস।
বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত
চিলুকাভাদি পদ। একটি নিচু
কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি
সমবায়ের সার দফতর। প্রায় এক
ডজন নারী-পুরুষ হাজির। এর
সকলকে গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু
করছে কারিয়ার জন্য। ২১ বছরের
রোণাসোণা কনকরাজ এসে
মানবাধীনে ছেয়ে বসেছিল হাটু
মুড়ে। সে স্থানীয় কলেজে পড়ে
বাই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে
তাকে আশপাশের মাঠ তিকে শ্রমিক
হিসেবে কাজ করতে হয় মাতোয়ারা
একদিন সে উপায় করতে পার
৩৬০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার)। কিন্তু
এই ধরনের কায়িক শ্রম দু'গুণ হয়ে
ওঠে গরমে। শহরে কোনো
কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিসের
বোশে পাওয়া যাবে চিকিৎসা। কিন্তু
বাসে যাতায়াতের খরচ আছে
থাকতোও হবে শহরে অনেক বেশি
খরচে সকলের সঙ্গে মিশে। কারিয়ারায়
কনকরাজ মাতের চেয়ে ঘণ্টা প্রতি
উপার্জন করে অনেক। কাঁচা
তার ভালো লাগে এবং সহজও
চোপড়া বনছেন, আমরা ভালো
গাঢ় চা দিই, তাটা ওটা খুলি। সবচেয়ে
শুষ্কপূর্ণ যেটা সেটা হুঁশ। একটা
গুটাকার পুণ্ডি।

একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও হয়
কনকরাজতো চান্নেই গিয়েছিল
মজুরি আ্যাকাউন্ট জমা পড়া প্রথম
ব্যাংকের পরিশ্রম দেখে। কনকরাজ
প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য
অনেক টিকাফারের মতোই, যার
বোশে টিকার লোভ দেখায় এবং
তাতে তুলে গ্রানাসীরা ঠেকান। আর
আছে মহাজন। স্থানীয় মানুষ অনেক
সমসাইই বাধ্য হয়ে অস্তিত্বায় সুদে
চাকা ধার করে। আর জড়িয়ে পড়ে
খণের ফাঁদে। চন্দ্রিকা যেনন কারিয়া
যেহে করে পাওয়া তার মজুরির
অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ
করেনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া গুল
মেটোতে। বোনতো বাচৈইনি, বর
তার সন্তান এবং খণের বোঝা
চেপেছে পরিবারের কাছে। এরকম
পরিস্থিতি সন্দ্বিধ্যন হয়েছে অনেক
কারিয়া কন্বী। মায়ের জন্য খণের
বোঝা দুবে আছে ২৫ বছরের
অজয় কুমার। আবার খণ ন
থাকলেও ৬৮ বছরের শিবানী এ
ছেটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন।
প্রাথমিক ক্ষেত্রের বর্তমান ওই
গ্রানাসীরা যে কাজটি করবেন গেই
কারিয়ার নতুন প্রকল্প। টিবি নিয়ে
একটি এনজিও কথা বলার তখ
কোথাও করছে। তাদের হয়ে ১০
জগেছে কারিয়া। কন্ড ভায়া ১৯
টি বিভিন্ন ধরনের বাকডঙ্গির রেকর্ড
করা হয়েছে যাতে যক্ষা সম্পর্কে
স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এ
সহজতো পারামর্শ দেওয়া যায়। আশ
করা হচ্ছে, এই আপাণি পুরোপুরি
বৈধ হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন
সহজেই চিকিৎসা তথ্য পেয়ে যাবেন।
যতবার এই তথ্য বিক্রি হচ্ছে।
বিক্রয়লব্দ অর্ধের একশো শতাংশই
বিক্রি করে দেওয়া হবে কন্বীদের মধ্যে
কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় তথ্য
মাইক্রো সফট ট, এমআইটি,
স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা
প্রতিষ্ঠান। ফেব্রুয়ারিতে কারিয়া বিল
আর মেলিভা স্টেটস ফাউন্ডেশনের
জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু
করছে। মারাটি, তেলুগু, হিন্দী,
বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভিত্তি
ডেটোসেট তৈরি করা হচ্ছে। এরলক্ষ্য
একটি স্ট্যান্ডার্ট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য,
কৃষি, পরিবহন, ব্যক্তিগত এবং
করকারি বিষয়ে ন্যায্য মতামত বা
বাণ্যায়ায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

বদ্রীনাথ মন্দিরে ভক্তদের স্বাগত
জানালেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি



এমেলি, ১২ মে বিবিবার বহীনাথ ধাম মন্দিরের দরজা খুলে গিয়েছে। এলি নিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখাম্মদী পুস্তক সংগ্রহ বলেছেন, শ্রীবাণী ধামের দরজা খুলেছে, আমরা সবসময় ভক্তদের স্বাগত জানাই। আমরাই চেষ্টা থাকবে এ যাত্রায় যেন কারও কোনো অসুবিধা না হয়, সফরটা যেন সুশৃঙ্খলভাবে হয়। এখানে আসার নিয়মকানুন, বুকিং, রেজিস্ট্রেশন, আবহাওয়া-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিয়ে সাইটিক যাত্রা শুরু করুন। এখানেও প্রায়শতই, বিবিবার সকালে সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা ও বৈদিক মন্ডোচার্যের এধ্যক্ষতায় খুলে যায় বহীনাথ মন্দিরের দরজা। দরজা খোলার পরে ভক্তরা এদিন শ্রীবাণীনাথধামে ভিড় করেন। ”বত্ৰী বিশাল লাল কি জয় ” বলে জয়ধ্বনি দেন তারা।উল্লেখ্য, এর আগে শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ায় ভক্তদের জন্য খুলে গেছে উত্তরাখণ্ডের কেরানার, গঙ্গোত্রী এং যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা। প্রতিভাবর শীতের শুরুতেই দ্বন্দ্ব হয় যায় মন্দিরগুলি। আবার গ্রীষ্মকাল এলেই পুণ্যাধীদের জন্য খোলা হয় মন্দিরের দ্বার।অধ্যক্ষিক চ্যামেলিতে অপেক্ষার অবসান। বিবিবার সকালে খুলে গেল বহীনাথ ধামের দরজা। সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা ও বৈদিক মন্ডোচার্যের এধ্যক্ষতায় খুলে যায় বহীনাথ মন্দিরের দরজা। দরজা খোলার পরে ভক্তরা এদিন শ্রীবাণীনাথধামে ভিড় করেন। ”বত্ৰী বিশাল লাল কি জয় ” বলে জয়ধ্বনি দেন তারা।উল্লেখ্য, শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ায় ভক্তদের জন্য খুলে গেছে উত্তরাখণ্ডের কেরানার, গঙ্গোত্রী এং যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা। প্রতিভাবর শীতের শুরুতেই দ্বন্দ্ব হয় যায় মন্দিরগুলি। আবার গ্রীষ্মকাল এলেই পুণ্যাধীদের জন্য খোলা হয় মন্দিরের দ্বার।

নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ
অভিনেতা আল্লু অর্জুনের বিরুদ্ধে

নান্দিগোলা, ১২ মে গচতুর্থ দফার নির্বাচনের আগেই আইনি বিপাকে আল্লু অর্জুন। দক্ষিণে সুপারিশদেবের বিরুদ্ধে থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ। গত শনিবার অক্সফোর্ডের নান্দিগোলায় জগন রেড্ডির দলের বিরোধীরা রবিব্রত ক্রিশ্ণার রেড্ডির বাড়িতে গিয়েছিলেন আল্লু সুপারিশদেবের আসার খবর পেয়েই সেখানে ভিড় জমেন। অসংখ্য মানুষ ভিড় করে আসার সোবার চতুর্থ দফার নির্বাচন। তার আগে এমন জমায়েতের আনুষ্ঠানিকভাবে নেই। সেই কারণেই এই অভিযোগ। আল্লু অর্জুন ও বিজয় ক্রিশ্ণার রেড্ডির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নান্দিগোলা গ্রামীন লোকসব ডেপুটি তহসিলদার প্রিয়ানন্দ্রাও ১৪৪ ধারা ২৯০ এর অভিযোগ ও জানানা হয়েছে।

৫০টি আসনও জিততে পারবে
না রাহুলের দলঃগিরীশ মহাজন

জলগাং, ১২ মেঃ ফেরে দেশের লোকভাড়া নির্যাসে কংগ্রেসে সম্ভাব্য আসন পাওয়া নিয়ে কটাক্ষ উড়ে গেলে মহারাস্ট্রে এক মন্ত্রী তাকে মহারাস্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন বলেছেন, রাহুল গান্ধীরা ৫০টির বেশি আসন জেতার মতো অবস্থায় নেই। আর এনিসিপি-এসসিপি, শিবসেনা, ইউডিপিএ ২ থেকে ৩টি আসন পাবে। কেউ তাদের দিকে তাকাচ্ছে না, মানুষ পদ্ম আর মহাজুটির দিকেই তাকিয়ে আছে। বুলেডোজ, এর আসন গ্রহণের সম্ভাব্য আসন পাওয়া নিয়ে প্রায় এইকিছু বলেছিলেন বিজেপির ভাবদ নেতারা। এবার সেই সুরই শোনা গেল মহারাস্ট্রের মন্ত্রীর গলায়।

উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস



জালালি, ১২ মে : দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ভারী বর্ষণের সর্বকথা জারি করেছে মৌসম ভবন। শুধু তাই-ই নয়, কিছু রাজ্যে আবার ঝড়েরও সর্বকথা পূর্ণাঙ্গ ভাবে হয়েছে মৌসম ভবন জারিতেছে, সেমাবার ঝড় এবং পূর্ণাঙ্গ জারিবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে হরিমানা, পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে। অন্য দিকে, রবিবার রাজস্থানে এবং মধ্যভাষা পূর্বস্তুতি এবং উত্তর-পূর্বী গুজরাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরাঞ্চ এবং মধ্য ভারপ্রদেশ এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশে আবার ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে সম্ভাবনাও সর্বকথা দিয়েছে মৌসম ভবন। পশ্চিম উত্তরাঞ্চ এবং তারপরে আশাপাশি একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। আবার রাজস্থান বৃষ্টির বিধারের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বার জেরে এই সব ঞ্খলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কালিয়াবর শিব মন্দিরে পরপর দু-রাতে দু :
সাহসিক চুরিকাণ্ড, লুট মূল্যবান জিনিসপত্র

কালিয়ারাব (সমস), ১১ মে : গণাও জেলার অন্তর্গত কালিয়ারাবে অবস্থিত বিখ্যাত শিবমন্দির পূর্ণপদ দু-রাত্রে চোরেদ হল হানা দিয়ে লুট করেছে। মূল্যবান জিনিসপত্র, মন্দিরের সিঁচিটি ক্যামেরার চুরির ঘটনা দৃশ্যদর্শন হয়েছে। পবিত্র শিবমন্দির পূর্ণ পদ দু রাত্রে সংগঠিত চুরির ঘটনায় ভরসের মধ্যে ক্ষোভে সন্তুষ্ট হয়েছে সিঁচিটি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা যাচ্ছে, একটি মোটর সাইকেলে দুই ব্যক্তি এসে মন্দিরে ঢুকছে। তাদেরই নাকি রবিবারের সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে মন্দির বাগানে চক্র কাটতে গ্যাে গেছে মন্দিরর পুরোহিত জানান, চোরের দল মন্দিরে পুজুর পিতল, তামা, কাঁসার বারানপত্র, কাঁসর, বহিরে কোলাহল ঘণ্টা, প্রণাম্য বান্ধ ভেঙে নগদ টাকা ইত্যাদি নানা সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে।এদিকে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করে চুরিচক্র সামগ্রী উদ্ধার এবং চোরের দলকে প্রেধতার করতাল কলিয়ারাব থানায় লিখিত আবেদন জানিয়েছে শিবমন্দির পরিচালন সমিতি।

হকি প্রো লিগঃ ইউরোপ লেগের জন্য দল ঘোষণা

সমস্যা, ১১মঃ হাক পেটা লেগেছে হুজুপে লেগেছ আর ভারতে ২৪
সমস্যাঃ দল ঘোষণা করা হয়েছে ভারত টুর্নামেন্টে দুই লেগে আর্জেন্টিনা,
বেলজিয়াম, জার্মানি এবং প্রোট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দূর করে মোটা আটটিচিন্তা
মহাচা খেলবেপ্রথম লেগ ২২-৬-০০ মে বেলজিয়ামের আট ওয়ার্পে অসুস্থিত
মহাচা এবং দ্বিতীয় ১১-২২ জুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে।এই টুর্নামেন্টে প্যারিসসহ
আর্জেন্টিনা,জার্মানি,বেলজিয়াম এবং প্রোট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দূর করে মোটা আটটিচিন্তা
ভারতীয় দলের প্রধান কোচ ক্রেইগ ফুলটনকে প্যারিসের জন্য ভারতীয়
মহাচা বলে ডাকা হয়েছে ভারত কর্তে সহায় করে।সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কাছে
আওয়ালে টেস্ট সিরিজে ভারত ৫-০ ম্যাচে হেরেছে।ভারত বর্মান
লিগে।আওয়ালে টেস্ট ১৫ পর্যায়ে নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে,আর নেদারল্যান্ডস

পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডিত্য

পলকতা: ১৩ মে মার্টি সোমবার,
৩০ বৈশাখ মাস ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ,
হিজরীঃ ১৩ মেঃ ২০২৩, ৫৬৬
চৈতঃ ৪৯৮৮, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ
৩০ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মঘসুধন
মাস, ১১৪৪ শকপদ ২০৭৯
বিক্রম সাধু, ২৫৬৬ বুদ্ধাব্দাঃ,
বাংলাদেশঃ ৬ মে মাস ১৪৩৮,
ভারতীয় সিলেটঃ ৩০ বৈশাখ মাস
১১৪৪, মিতিঃ ১৪ শজিবু
আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ ৬
ই-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী
অন্নপূর্ণা পূজার গত হুঃ পন
(সপ্তমী) সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ
২৪২৫ এবং অস্তঃবিলাক ০৪ঃ৫
০০ চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৪
২২(চ) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ১৬ঃ
৫০(চ) শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী
(৬ত্র) রাত্রিঃ ০৮ঃ২৮ঃ০১ অর্থাৎ
৬৭৭৮৪৪ পর্যন্ত নক্ষত্রঃসদা
রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ৬৮ ৪৪৮৪৪৪
পর্যন্ত পরে পুনর্বসুক্রগণঃবলিঃ
রাত্রিঃ ০৮ঃ২৮ঃ০১ অর্থাৎ ৬৭৭৮৪৪
পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড
অমৃতযোগঃদিন ৫১ঃ২৪ঃ০১
থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২২ পর্যন্ত,
তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে -
১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ
৫৩ঃ৪৫ থেকে - ০৮ঃ২২ঃ৪৫
পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ৫২ থেকে -
০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি
০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ
৪২ পর্যন্ত, তারপর ০৫ঃ০৮ঃ০২
থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত।
মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৪ঃ০৪
থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত,
তারপর ০৫ঃ৫২ঃ১২ থেকে -
০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলোঃ
দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ
৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ
২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫
পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ০১ঃ
২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ১৮ পর্যন্ত।
কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২
থেকে - ১১ঃ০৮ঃ১৮ পর্যন্ত।
কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৪ঃ১২ থেকে -
১০ঃ১১ঃ০৪ পর্যন্ত। গ্রহসুন্দর (সূর্য
উদয় কালীন)ঃরাত্রিঃ ১২ঃ৪৪
৬১৯ (২৭) ত পদচন্দ্রঃ
২২ঃ২৫০০ (৭) ১ পদমাহঃ
৯২৭৫৫৫৯ (২৩) ২ পদবৃধঃ
১০২২৫৫ (১) ১ পদবৃক্ষপ্তঃ
০২১৪২২২২ (২৫) ২ পদসুপ্তঃ
১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ
৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ
১২২৭৫৫ (৩) ২ পদকেতুঃ
১২২৭৫৫ (১৬) ৪

আবহাওয়া

যুষ্টিগ হতে পারে নাও হতে পারে।
তাম্রশাস্ত্রা সবেচাচ ৩২ডিগ্রী
সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন
২১.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১)
দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা
হবে ৯১শতাংশ এবং দেশভরতক
বৃষ্টি হয়েছে রবিবার। জোয়ার-
সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত ৮টা
২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা
২০মিনিট। রাত-১০টা ২১ মিনিট।
সূর্য উদয় আজও ৫ টা ০২মিনিট এবং
সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ০৮ মিনিটে।

বাশিফল

মেঘরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সজ্জ কাকের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আশ্বিন দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ দিন উপভোগ করুন- যদি মানুষেরা সম্পূর্ণ নিয়ে।

বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা মিতুনা রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীরা কেবলমাত্র আপনাদের সুখের মরোপলকি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে।

কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেটিকে আপনার নজর রাখা মিতুনাঃআপনার বাচ্চারা কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিবাহোগ এডিয়ে চলা উচিত শুভদিন।

কর্কটরাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।

তুলারাশিঃআপনি কিছু অধ্যাতের সম্মুখীন হলে চরম সমস্যা এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

বৈশাখ রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দিন-স্বাস্থী লাগি এডিয়ে চলুন এবং বাইরে

ধনু রাশিঃ আপনার মুঞ্চকরী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ সহাবার অর্থিয়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে

মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সজ্জ কাকের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।

কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক মূলত অজ্ঞের সম্ভাবনা সময়ে

মীন রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সাথে খুশি হওয়ার চেষ্টা করুন।

মেঘরাশিঃআপনার লগ্নি এডিয়ে

ভোটের প্রচার চলাকালীন এস ইউ সি আই কর্মীদের ওপর আক্রমনের অভিযোগ তৃনমূলের

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ মেঃ জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই এর প্রাধী নিরঞ্জন নস্করের সমর্থনে রবিবার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় প্রচার কর্মসূচি

ক্যানিং

চলাকালীন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগ তুললো এস ইউ সি আই প্রাধী।অভিযোগ অস্বীকার জেলা তৃনমূল সভাপতির।আর কয়েকদিন পর ১ লা জুন জয়নগর সহ ৯ টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। চলছে সব রাজনৈতিক দলের জোরপ্রচার কাণা।আর রবিবার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় প্রচার কর্মসূচি পালন করছিলো এস ইউ

সি আই প্রাধী নিরঞ্জন নস্কর দলীয় কর্মীদের নিয়ে।এদিন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার অভ্যন্তরে তিনটি বাজার সুন্দিয়া, চন্দনেশ্বর ও বোধরা এলাকায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রাধী নিরঞ্জন নস্করের সমর্থনে প্রচার জনসংযোগ কর্মসূচি চলছিল। হ্যাণ্ড মাইক সহযোগে এই প্রচার কর্মসূচি চলছিলো। অভিযোগ এদিন প্রচারের কাজে যাবার পথে শাকশহর বাজারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এস ইউ সি আই কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমন করে।এ ব্যাপারে এদিন জয়নগর কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রাধী নিরঞ্জন নস্কর বলেন,এদিন তৃনমূল আশ্রিত ৬০-৪০ জন বাইক বাহিনী আমাদের প্রচারের গাড়ির ওপর আক্রমন করোকেন এখানে প্রচারে



এসেছি তাঁর জবাবদিহি চায়া।এর পরে আমাদের উপস্থিত কর্মীদের উপরে চড়াও হয় তাঁরা। রেজাউল ঢালী নামে আমাদের এক এস ইউ সি আই কর্মীর মোবাইল ছিনিয়ে

নেয়। এছাড়া দুটি হ্যাণ্ড মাইক কেড়ে নেয়। রেজাউল ঢালীকে রাস্তায় ফেলে মারো। আটকাতে গিয়ে আহত হন আমাদের স্থানীয় নেতা তপন ঘোষাতাকে ও মারা

চুঁচুড়ায় বিজেপির বিদায়ী সাংসদের নামে পড়ল ‘নিখোঁজ’ পোস্টার



দূরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ১২ মেঃ পঞ্চম দফায় ভোট হুগলিতে। তার আগে বিজেপির বিদায়ী সাংসদের নামে পড়ল ‘নিখোঁজ’ পোস্টার। চুঁচুড়া স্টেশন রোড, ফার্ম সাইড রোড-সহ বিভিন্ন জায়গায় হুগলির বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রাধী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নামে এই পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, “যারা অন্ধ তারা

দেখতে পায় না। পঞ্চম দফায় ২০ মে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। বিজেপি এবারও এখানে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে প্রাধী করেছে। তৃণমূলের চমক রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ ওভারের প্রচার চলছে। এরইমধ্যে লকেটের নামে পড়ল পোস্টার। তাতে লেখা, ‘লকেট মানে পালাই।’ এই প্রথমবার নয়। এরা আগেও হুগলির বিভিন্ন জায়গায় লকেটের নামে পোস্টার দেখা গিয়েছে। যদিও এই ঘটনাকে

তৃণমূলের মস্তিষ্কপ্রসূত বলেই দাবি বিজেপিরা। তবে ভোটের মুখে এ ঘটনা নতুন করে চর্চায়। বারবারই তৃণমূলের অভিযোগ, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংসদীয় এলাকায় থাকেনই না। লকেটের প্রাধী হওয়া নিয়েও নানা মহলে নানা সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছিল। শনিবারই বাঁশবেড়িয়ায় বিজেপির দুই পদাধিকারী দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। এরইমধ্যে রবিবার পাণ্ডুয়া, চন্দননগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় এই পোস্টার নজরে আসে। এ বিষয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার খোঁচার সুরে বলেন, “লকেটকে দেখা যায় তো, ভোট এলে যে দেখা যায়। তবে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, “যারা অন্ধ, তারাই দেখতে পায় না। তারাই এই পোস্টার মেরেছে। মনে হয় তাদের চোখের ডাক্তার দেখানো দরকার। একইসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি এবার ৪০০ পার করবে। তৃণমূলে সেই ভয়েই কাঁপাচ্ছে।

মণিপুরের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে নিষিদ্ধ দুই জঙ্গি সংগঠনের ব্যাপক যুদ্ধ, নিহত দুইজন

ইমফল, ১২ মেঃ মণিপুরের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ‘কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট-বার্মা’ (কেএনএফ-বি) এবং ‘পিপলস ডিফেন্স ফোর্স’ (পিডিএফ)-এর সমন্বয়ে গঠিত এক গোষ্ঠীরা সশস্ত্রে উত্তরপূর্ব ভিত্তিক আরেক জঙ্গি সংগঠনের ব্যাপক যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি শনিবার রাত প্রায় ১২টু০ নাগাদ মণিপুরের কামজং জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এবং

ভারত-মায়ানমার সীমান্তে পিলার নম্বর ৯০ ও ৯১-এর আশপাশে ঘটেছে। কামজং গ্রামে এ ধরনের ঘটনা গত কয়েকদিন ধরে সংঘটিত হচ্ছে। সংঘর্ষে কেএনএফ-বি এবং পিডিএফ-এর দুই ক্যাডার সহ উভয় পক্ষের নয়জন ঘায়েল হয়েছে বলেও খবরে প্রকাশ। পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ) এবং কেএনএফ (বি)-এর ক্যাডারদের সমন্বয়ে গঠিত দল

মায়ানমারের সাগাইং অঞ্চলের মায়েথিতে অবস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জঙ্গি গোষ্ঠীর একটি শিবিরে হামলা চালালে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। রকেট চালিত গ্রেনেড (আরপিজি) এবং অত্যাধুনিক আদ্রোয়ন্ত্র ব্যবহার করে মায়ানমার ভিত্তিক কুকি জঙ্গিরা গত তিন দিন ধরে সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সংঘর্ষের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারছে না রাজ্য পুলিশ।

কংগ্রেসের যুবরাজকে আমেঠির জনতা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে, খোঁচা ইরানির



আমেঠি, ১২ মে ঃ কংগ্রেসের যুবরাজকে আমেঠির জনতা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে খোঁচা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। রবিবার

গত পাঁচ বছরে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার এই কেন্দ্রের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছে এবং আমেঠি কেন্দ্রের উন্নতি করেছে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ফুটি চাষে এবারে এগিয়ে এসেছে চাষিরা

দূরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১২ মেঃ বেশ কয়েকবছর পর সুন্দরবনের বিভিন্ন জমিতে চাষ হতে দেখা গেল ফুটি নামে একটি ফলের। এখন সেভাবে দেখা যায় না এই ধরনের ফলের। তবে আগেকার দিনের মানুষদের কাছে এই ফল ছিল খুব পছন্দের। যার নাম হল ফুটি। এটা সাধারণ জমিতেই চাষ হয়।ফুটি সাধারণত বেশ বড় আকারের হয়। এটি কাঁচা ফল অবস্থায় রং থাকে সবুজ,কমবে গেলে হলুদ রঙের হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ফল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলের বাইরের দিকটা দেখতে অনেকটাই কুমড়োর মত হালকা ভোরাকাটা। খেতে তেমন মিষ্টি নয় তবে এই ধরনের ফল আগেকার দিনের মানুষরা গুড়, চিনি বা বাতাসা দিয়ে খেত।আগেকার মানুষের কাছে খুব পছন্দের খাবার ছিলো এটি। কিন্তু এই ফলে তেমন লাভ না থাকায় এই চাষ থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিয়ে ছিলো সুন্দরবনের চাষিরা। তবে বর্তমানে বেশ কিছু কৃষক এগিয়ে এসেছে এই চাষে। আর তাই তো সুন্দরবনের জয়নগর, কুলতলি, রায়দাধি, সাগর, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, মথুরাপুর সহ একাধিক এলাকায় এবার এই ধরনের ফলের চাষ হতে দেখা যাচ্ছে। এই চাষে কোনো ঝুঁকি নেই। রোগ পোকার আক্রমন সেভাবে নেই। তাই এই বিকল্প চাষে কৃষকরা ভালো মুনাফা ও করছে।চিকিৎসক দের মতে,এই ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে। কারণ এই ফল কাঁচা অবস্থায় রান্না করে খাওয়া যায় তাঁর পাশাপাশি এই ফলে হজম শক্তির বৃদ্ধির পাশাপাশি মিষ্টির পরিমাণ কম থাকায় ডায়েবেটিস রোগীরাও এই সুস্বাদু ফল খেতে পারে। এই ফল নিয়মিত খেলে সুগার রোগীরাও সুস্বাদের মাত্রা নিয়ন্ত্রনে থাকবে। কুলতলির কয়েকজন কৃষক বলেন,

আগে আমরা ছোটবেলায় এই ফলের চাষ দেখতাম। কিন্তু তখন সেভাবে লাভ না হওয়ায় এই চাষ থেকে সরে এসে অন্য বিকল্প চাষ করতো আমাদের বাবা কাকারা। যাতে মুনাফা ভালো ছিলো। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি এই চাষে কোনো ঝুঁকি নেই।কোনো রোগ পোকার ঝামেলা নেই। তাঁর ওপর ভালো মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা এই চাষে এগিয়ে এসেছি। সুন্দরবনের এক কৃষি বিশেষজ্ঞ বলেন,এই ফল সাধারণত শুষ্ক ও উষ্ম জলবায়ুর সবচেয়ে উপযোগী। উর্বর দোআঁশ ও পলি মাটি এই চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। এই ফল জমিতে চাষ করতে গেলে জমিকে প্রথমে ভালো করে কর্ষণ করে নিতে হবে। ক্ষেত্রয়ারি মাসের মধ্যে বীজ রোপণ করতে হবে। প্রত্যেকটি বীজ লম্বায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট ও দু ফুট চওড়ায় সারি বদ্ধ ভাবে বুনেতে হবে।



এই চাষে খুব একটা সারের প্রয়োজন নেই। তবে ভালো ফল ও গাছের পোকা রোধ করার জন্য রাসায়নিক সারের প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ফল জমানোর পর যাতে ফল পচে না যায় তাঁর জন্য জমিতে ফলের নিচে খড় বিছিয়ে দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। বেশিরভাগ

ক্ষেত্রে এই ফল এক কেজি, দু কেজি থেকে আড়াই কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

তাই এই ফল অনেক সময় ফেটে যায় সেটা রোধ করতে গেলে পরিমাত্র মত জমিতে জল দিতে হবে। আর তাতে ফল ফাটার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

তেলিয়ামুড়ায় বুনো হাতির গলায় রেডিও কলার লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ১২ মে ঃ প্রতিদিনই বুনো হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন জনবসতি এলাকা। হাতির আক্রমণের সমস্যা দূরীকরণে সম্পূর্ণই ব্যর্থ তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর। এখন আবার পুরনো ক্যাসেট বাজাতে ময়দানে বন দপ্তরের কর্তাবাবুরা। প্রায় এক বছর পূর্বে সরকারি অর্থের আদ্যশ্রদ্ধ করে হাতির গলায় রেডিও কলার লাগানোর ব্যর্থ উদ্যোগকে হাতিয়ার করে আবাবো ময়দানে বনদপ্তর। হাতির গলায় রেডিও কলার লাগানো শুরু করেছে বনদপ্তরের। বন্য হাতি মতিকে রেডিও কলার পরানোর অভিযানে নামল বনদপ্তর। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দাবি দীর্ঘদিনের। বিগত দিনে তেলিয়ামুড়া মহকুমার উত্তর মহারানি, কপালি বস্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। নষ্ট হয়েছে মানুষের বাড়িরঘর, ফসল ইত্যাদি। এ থেকে স্থায়ী সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, রাস্তা অবরোধ, ডেপুটেশন দেওয়া হয় এলাকাবাসীর তরফ থেকে। সরকারি দেওও প্রতিবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে রবিবার হাতির আক্রমণ থেকে মানুষকে নিস্তার দিতে প্রায় বছর পুরনো



ব্যর্থ উদ্যোগ পুনরায় নিতে দেখা গেল দপ্তরকে। হাতির দলের মধ্যে বেশি আক্রমনাত্মক মতি নামের একটি হাতি রয়েছে। এই মতির আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণহানিও হয়েছে বলে খবর। এই আক্রমণাত্মক মতিকে রেডিও কলার পরানোর অভিযানে নামে বনদপ্তরের এক বিশাল টিম। প্রায় এক বছর পূর্বে এই ধরনের এক অভিযানের মধ্য দিয়ে একটি হাতির মধ্যে রেডিও কলার লাগানো হয়েছিল এবং একটি হাতিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এই অভিযান। আবার প্রায় এক বছর পর রেডিও কলার লাগানোর মনোভাবের সঞ্চারণ বন দপ্তরের কর্তাবাবুদের মধ্যে। সেটা কি লোক দেখানো, নাকি বাস্তবেই এই বছর পুরনো ব্যর্থ উদ্যোগকে পুনর্জীবিত করে হাতির আক্রমণ থেকে সাধারণ

মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এটা বলা যাবে শুধুমাত্র সঠিক সময়ে। আঠারমুড়া জঙ্গল থেকে শুরু করে, ডি এম কলোনি, উত্তর মহারানীপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এই টিম চষে বেরাচ্ছে মতিকে রেডিও কলার পরানোর জন্য। রবিবার ভোর থেকেই শুরু হয় এই অভিযান। যতক্ষন না পর্যন্ত এ কাজ সফল হয় ততক্ষন চলবে তাদের এই অভিযানে বলে জানান বন দপ্তরের আধিকারিক সহ অভিযানের প্রতিনিধিরা। এদিরের এই অভিযানে রয়েছেন ডাঃ কৈবর্ষ কোঁওর শর্মা পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত, ডিন, ভেটেরিনারি কলেজ, অসম, ডাঃ আর কে সামল,আইএফএস প্রধান বন্যপ্রাণী অফিসে, ত্রিপুরা বনদপ্তর, ডঃ অক্ষয় বোরদে, আইএফএস, খোয়াই জেলা বন আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চাকরি দেননি, দেব ঘনিষ্ঠ রামাপদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা , ১২ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতিকে ঘিরে এক সময় তোলপাড় হয়ে উঠেছিল রাজ্য রাজনীতি। তার বেশ এখনও রয়েছে। লোকসভা ভোটের আবহে প্রচারের ময়দানে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করছে বিরোধীরা। এমন অবস্থায় ফের চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল ঘাটালে। এই অভিযোগ উঠেছে, ঘাটালের তৃণমূল প্রাধী তথা বিদায়ী সাংসদ দেবের ঘনিষ্ঠ রামাপদ মাল্লার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আশা কমীর চাকরি দেওয়ার নামে তিনি টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু, চাকরি ও হয়নি আবার টাকাও ফেরত দেননি রামাপদ। এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন প্রতারিত ব্যক্তি। তবে অভিযোগে অস্বীকার করেছে রামাপদ মাল্লা। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের টেলিবাণ্ডার এলাকা। প্রতারণার অভিযোগ জানিয়েছেন ওই এলাকারই বাসিন্দা গঙ্গেশ সাঁতরা নামে এক ব্যক্তি। তিনি অভিযোগ করেছেন, রামাপদ মাল্লা টাকা নিয়ে আশা কমীর চাকরি করিয়ে দিচ্ছেন বলে তিনি জানতে পেরেছিলেন। তাই মেয়ের চাকরির আশায় তিনি রামাপদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তাঁর



কাছে চাকরির জন্য আবদার করেন। রামাপদ এরজন্য গঙ্গেশ সাঁতরার কাছে টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। তখন এজেন্ট মারফত ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা গঙ্গেশের কাছে নিয়েছিলেন রামাপদ। প্রায় ২ বছর আগে ২০২২ সালে এই পরিমাণ টাকা নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। দ্রুতই চাকরি হয় যাবে বলে গঙ্গেশকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, বেঁচে দেওয়া সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরি হয়নি তার মেয়ে। এদিকে, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় হয়ে উঠলে গঙ্গেশ বারবার রামাপদের সঙ্গে চাকরির বিষয়ে কথা বলেন। কিন্তু, প্রতিবারই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শেষে চাকরি আর হবে

না বুঝতে পেরে তিনি টাকা ফেরত চান। কিন্তু, টাকা ফেরত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে রামাপদ মাল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগকারীকে চিনতে অস্বীকার করেছেন। তার স্পষ্ট উত্তর, তিনি তাকে চেনেন না। আর এই ঘটনার পেছাই শুক্রবার চন্দ্রকোনা টাউন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যক্তি। এদিকে, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল এবং বৈবেক কটাক্ষ করেছেন বিজেপি প্রাধী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাট্য দেব জানিয়েছেন, এই অভিযোগ সত্যি হলে তদন্ত হওয়া উচিত। দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে।

তাসাটি চা বাগানের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা

আলিপুরদুয়ার,১২ মেঃ ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের দুই কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলো ফালাকাটা গ্রামীণ রুক তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। রবিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ছাত্রী জিনা উরাও এবছর ডিমডিমা মারিয়া গোের্থি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়াও জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র বিশাদ উরাও উচ্চ

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৫ নম্বর পেয়ে চা বলয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এদিন ওই দুই মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি মুখ করিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করলেন ফালাকাটা গ্রামীণ রুক আইএনটিটিইউসির সভাপতি আনন্দ খাউয়া। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা সিরিল বায়োয়ার, রামচন্দ্র লোহার, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সঙ্গিতা সুরি প্রমুখ।

বেআইনিভাবে চাঁদা আদায়, ই-রিকশা শ্রমিক সংঘের নেতাদের হাতে ধৃত যুবক

আগরতলা, ১২ মে ঃ রাজধানী আগরতলা শহরে মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ই-রিকশা চালকদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায় করে চলেছে একটি চক্র। একপ্রকার হুমকি ধমকি দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছিল। চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবশেষে একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন ই-রিকশা চালকরা। পাশাপাশি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ই-রিকশা শ্রমিক সংঘের নেতারা। রবিবার শহরের বটতলা এলাকায় এই চাঁদাবাজি চক্রের একজনকে আটক করেছেন ই-রিকশা চালকরা। ধৃত ব্যক্তির নাম অরূপ দেব। তাকে পূর্ব আগরতলা থানায় দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বভরা জানিয়েছেন, তাঁরা চান না আগরতলা শহরে কোনও

ধরনের চাঁদাবাজি চলুক মোটর শ্রমিকদের কাছ থেকে। এমনিতেই পরিবহণ ব্যবস্থা মন্দা চলছে। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ই-রিকশা কেনা হয়েছে অনেকেরই। ব্যাংকের কিস্তি দিতে পারছেন না অনেক শ্রমিক ভাইরা।

চাঁদাবাজি মেনে নেওয়া যায় না। তাই এদিন অরূপ দেব নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে। তারা চাইছেন অরূপ দেবের সাথে যারা যুক্ত, তাদের সকলকে চিহ্নিত করে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এদিকে, ধৃত অরূপ দেব চাঁদাবাজির অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি

একজন ই-রিকশা চালক। বিনা কারণে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে জোর করে। তিনি এ ধরনের কোনও ঘটনার সাথে যুক্ত নেন। তাছাড়া তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে অনেকটাই বিরক্ত প্রকাশ করেছেন কিছু বলতে। তিনি বাবরবার একই কথা বলে যাচ্ছেন, যা বলার পুলিশকে বলবেন।



আগরতলা শহরে মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ই-রিকশা চালকদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায় করে চলেছে একটি চক্র। একপ্রকার হুমকি ধমকি দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছিল। চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবশেষে একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন ই-রিকশা চালকরা। পাশাপাশি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ই-রিকশা শ্রমিক সংঘের নেতারা। রবিবার শহরের বটতলা এলাকায় এই চাঁদাবাজি চক্রের একজনকে আটক করেছেন ই-রিকশা চালকরা। ধৃত ব্যক্তির নাম অরূপ দেব। তাকে পূর্ব আগরতলা থানায় দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বভরা জানিয়েছেন, তাঁরা চান না আগরতলা শহরে কোনও

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬৩ সংখ্যা, সোমবার, ৩০ বৈশাখ, ১৪৩১

সুরক্ষিত ভারত

‘সুরক্ষিত ভারত’ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন মোদি সরকার। কিন্তু প্রতিবেশী দেশগুলো চায় না যে ভারত সুরক্ষিত দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করুক। তারা সব সময়ে ভারতকে বিপদের মধ্যে ফেলে রাখতে চায়। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত জুগিয়ে এসেছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের অর্থনীতির কোমর ভেঙে দাও। সেই কারণে দাঁউদ ইব্রাহিমকে হাত করে নিয়েছিল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এরাই ভারতের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মহারাষ্ট্র শিব সেনার নেতা বাল থাকরে এসে গিয়েছেন ক্ষমতায়। তিনি যেভাবে একাই মুম্বইয়ের কালো জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। শিব সেনার ভয়ে মুম্বইয়ের অন্ধকার জগতে একমাত্র অশিষ্বর দাঁউদ ইব্রাহিমকে ভারত ছাড়া করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন শিব সেনার নেতা বাল থাকরে। সেই সময়ে যদিও বেশ কয়েকটি আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানি শিব সেনার এই নৈরোকে সমর্থন করতে শুরু করে। ফলে দাঁউদের পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। শিব সেনার মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান গোপনে যেসব স্থানে গোপন ঘাঁটি গোড়ে তাকে মূলচ্ছেদ করে দেওয়ার। সেই সময়ে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দিতে থাকে। কাশ্মীরে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের আদার দিন পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবেসের সময় পাকিস্তানের পতাকা উড়তো। এবং পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো। শ্রীনগর এলাকায়। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন ভারতের জাতীয় পতাকা উড়তো না। জম্মুর কয়েকটি অংশ একেবারে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কবলে।। ফলে কাশ্মীর নিয়ে ভারত সরকার সব সময়ে আতঙ্কে দিন কাটাতে। এবং কাশ্মীরকে রক্ষা করতে ভারতের কোটি কোটি টাকায় হতো। সেই কাশ্মীরকে কজায় নিয়ে এলো কেন্দ্রীয় সরকার। একেবারে কাশ্মীরকে কেন্দ্রীয় শাসনের অঙ্গলো পরিণত করে কাশ্মীর থেকে লাদাখকে আলাদা করে দিল। এখন লাদাখকে ঢেলে সাজাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে প্রশাসন ভবন তৈরি করা হয়েছে। আসলে লাদাখ নিয়ে চিনের একটা ক্ষোভ ছিল। চিনও চাইছিল লাদাখের বেশ কিছু অংশে তাদের দখল থাক। এটাই চিন বরাবরই চেয়ে এসেছে। ভারত যখন আর্থিক দিক দিয়ে নিজেকে তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক সেই সময়ে চিন লাদাখের সীমান্ত এলাকায় ভারতের বেশ কয়েকটি এলাকা দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করলো। এর পিছনে। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের উদ্দান ছিল। ভারতীয় সেনারা মুখে বললেও চিন সেনারা সেই সব স্থান ছেড়ে দেয়নি। যার ফলে ভারত এখন চিনকে বয়কট করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল। আসলে ভারতের দৃষ্টি প্রতিবেশী দেশ চিন এবং পাকিস্তান কোনও সময়ে চায় না ভারত সুরক্ষিত দেশ হয়ে উঠুক। রাশিয়া এবং আমেরিকার মনোন, জাপান ফরাসি এবং ইংল্যান্ড যেহেতু ভারতের পাশে রয়েছে। সেই কারণে ভারতের ওপরে কোন রকম জোর খাটিতে পারছে না। নাহলে ভারতের অবস্থাকে একেবারে কাহিল করে দিত চিন এবং পাকিস্তান দুইটো দেশ মিলে।

বিলাতি রাণীর সঙ্গী ভারত

রানি ভিক্টোরিয়ার সাথে একাত্মে গল্প করতেন আবদুল করিম। সাধারণ ভূত্য থেকে ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়াকে উর্দু শেখানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন ভারতীয় লম্বা ও সুশর্শন তরুণ আবদুল করিম। আন্তে আন্তে করিম রানির ঘনিষ্ঠতম এক মানুষ হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। করিম রাজ পরিবারে এতটাই অস্বস্তি তৈরি করেছিলেন যে রানির অস্ত্রোস্ত্রি কিয়্যার মাত্র কয়েক ঘটনার ব্যবধানে তার পুত্র সুপ্তম এডওয়ার্ড করিমকে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই বরখাস্ত করেন। একই সঙ্গে রানি ও করিমের মধাকার সম্পর্কের যাবতীয় প্রমাণাদি তার ভারত ও যুক্তরাজ্যের বাড়ি গিয়ে যেন ধ্বংস করা হয় সেই নির্দেশও দেন তিনি। ১৮৬১ সালে স্বামী প্রিন্স আলবার্টের মৃত্যুর পর নিজের স্কটিশ ভূত্য জন ব্রাউনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় রানি ভিক্টোরিয়ার। তবে আব্দুল করিম যে জন ব্রাউনের চেয়েও রানির কাছের মানুষ ছিলেন তারই ইঙ্গিত মিলে আব্দুল করিমের দিন লিপি বিশ্লেষণ করে ‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আবদুল ৫ দ্য ট্যোরি অব দ্য কুইনস ক্লোজেষ্ট কনফিডান্ট’ গ্রন্থে। এটি প্রকাশ করেন শ্রাবণী বসু। কাজ পছন্দ না হওয়ায় চাকরি ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন করিম। কিন্তু রানির অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি থেকে যান। রানি ভিক্টোরিয়ার সূর্যণ জয়ন্তীর সময় আত্ম থেকে মাত্র ২৪ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে আসেন করিম। ভারত থেকে রানির উপহার স্বরূপ তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। ততদিনে জন ব্রাউনের মৃত্যুর পর চার বছর কেটে গেছে। মাত্র এক বছরের মাথায় প্রাসাদের এক ক্ষমতাশীল ব্যক্তিতে পরিণত হন করিম। রানির শিক্ষক বা মুশি হয়ে উর্দু শেখানোর পাশাপাশি ভারত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তাঁকে শেখাতে শুরু করেন। রানি জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন তিনি। জন ব্রাউন তার আত্মাভাজনে পরিণত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু করিমকে তিনি ভূত্যদের চেয়েও উঁচু মর্যাদায় নিয়ে যান। শ্রাবণী বসু জানান, করিমের যুক্তরাজ্যে আসার পর থেকে শুরু করে ১৯০১ সালে রানির মৃত্যুর মধ্যবর্তী কয়েক বছরে করিমকে লেখা চিঠিতে ‘তোমার স্নেহময়ী মা’ কিংবা ‘তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু’ লিখে স্বাক্ষর করতেন রানি। কিছুক্ষেত্রে লেখা শেষে তিনি চিঠিতে চুমু দিতেন, যা সেই সময়ে অত্যন্ত অস্বাভাবিক একটি বিষয় ছিল। ‘এটা নিঃসন্দেহেই আবেগে ভরপুর একটি সম্পর্ক ছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে

থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকে। তিনি না থাকলে এই জগতকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল ঠাকুর বলতেন, মা পূজো রোজ করতে হবে। জগত মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ভজতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধাকর্ষণের জোরে সবাই টিকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে সজলে বসবাসসহীন হতো। মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ শক্তি। তাঁকে ঘিরে সবাই চলে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, প্রতিদিন কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানব ধর্মের জয়গান করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগৎ মাঝই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

গৌতম বুদ্ধের বাণীতেই আধুনিক যুগের সমাজতন্ত্র ভাবনার বীজের সন্ধান পান বউবাজারের গুলেদানন্দজি

রবীন্দ্র কুমার শীল

সকাল সকাল এসে উপস্থিত গুলেদানন্দজি। তিনি এতো সকাল সকাল আগে উঠেছেন না। দেরী করে ঘুম থেকে ওঠাই ছিল তার কাজ। তবে এবারে তিনি যেভাবে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে এবং তারকের চায়ের দোকানের কেটলির জল গরম না হতেই হতে চোখ কচলাতে কচলাতে এসে উপস্থিত হলেন তাতে মনে হল তার ভালো করে ঘুম হয়নি। ‘সারা রাত ধরে একটি কথাই ভাবতে শুরু করে দিলাম জানিস’- আরোশ করে বসেই বলতে শুরু করে দিলেন গুলেদানন্দজি। তিনি মাঝে মধ্যে ভালো ভালো কথা তো বলেনই। তার কথার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। সেই কারণে তিনি আমাদের কাছে অতি প্রিয়। বিবাহ করেননি। একাই থাকেন ব্যারাক বাড়িতে। মাঝে মধ্যে সময় পেলে দিদির বাড়িতে চলে যান। সেখানেই তার পেট পুজোটা সেরে আসেন। আবার কোনও কোনও দিন রাতের বেলায় খেয়ে এসে ব্যারাক বাড়িতে এসে ঘুমের জগতে পাড়ি দেন। এবারে কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল যে সাত সকালােই এসে উপস্থিত হয়েছেন বউবাজারের গুলেদানন্দজি। পাড়ার ঘুম তখনও ভাঙেনি। দিনটা ছিল বৌদ্ধ পূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন। সারা বিশ্ব জুড়ে গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন পালন করা হয়ে থাকে। গৌতম বুদ্ধের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন সম্রাট অশোক। এমনকী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দও গৌতম বুদ্ধকে স্মরণ করতেন। গুলেদানন্দ বলতে শুরু করে দিলেন যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল ভারতে। তখন নেপাল ভারতের অংশ ছিল। ২৫৬৮ সাল আগে গৌতম বুদ্ধ বৈশালীতে লুম্বিনীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথম ভারতের সমাজতান্ত্রিক ধর্ম প্রচারক। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার দিতে মনোযোগ দিতে শুরু করেছিলেন। তখনকার সময়ে রাজতন্ত্র এবং রাজব্যবসার যুগ ছিল। রাজা এবং প্রজাদের মধ্যে বিস্তার ব্যবধান রচিত হয়েছিল। প্রজারা তখন রাজা স্পর্শ পেতো না। তারা দূর থেকে রাজকর্ষন লাভ করতো। গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রথম রাস্তায় নেমে এলেন। রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ করলেন। সেই বৌদ্ধ দর্শনকে

এবারে সবার সমনে উপস্থিত

করতে প্রস্তুত হলে গুলেদানন্দজি। আসলে রাজতন্ত্র তখন সারা ভারত জুড়ে প্রসারিত। গৌতম বুদ্ধ দেখতে পেলেন সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার মতো কেউ নেই। সবাই যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের অভাবকে মোচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি রাজপ্রসাদ ত্যাগ করলেন। বিহারের গয়াতে এসে তিনি সাধনা করতে শুরু করলেন। জরা, ব্যথি এবং মৃত্যুত হাত থেকে মানুষকে কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে তার জন্য সাধনা করতে শুরু করলেন। তিনি সুজাতা নামে একটি সাধারণ মহিলার প্রসাদ গ্রহণ করে সাধনায় মগ্ন হলেন। এখানেই বলতে গেলে গৌতম বুদ্ধ সর্ব প্রথম একটি মহিলাকে সম্মানিত করলেন। তৎকালীন যুগে কোনও মহিলারা পুরুষদের সমানে এসে উপস্থিত হতে পারতো না। মহিলা সব থাকতো অন্তঃপুরে। গৌতম বুদ্ধ যখন সম্যাস ব্রত গ্রহণ করে সাধনা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন সুজাতা নামী একটি অন্তঃজ জাতির মহিলা জেরে হাতে পায়ের রাম্মা করে সম্যাসী গৌতম বুদ্ধের সমানে রাখলেন। গৌতম বুদ্ধ সেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সমাজের নিচু জাতির মহিলার হাত থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে সাধনায় মগ্ন হলে গৌতম বুদ্ধ। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যারা ত্যাগী তাদের কাছে সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে কোনও উচু নিচু ভেদাভেদ নেই। মানবজাতির এমনকি বিশ্বের নাম হব্বি ‘চর্যাপদ’। বৌদ্ধ মহিলা পুরুষের মধ্যে কোনও বিবেধ তৈরি করা উচিত নেই। নারী পুরুষ বিভেদ তৈরি হলে বিপদ বাড়ি পেতে থাকবে। সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারবে না। বর্ণ প্রথাকে দূর করতে হবে। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই গৌতম বুদ্ধ এই ধরনীতে আগে বেশ কয়েকবার মানব হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই সব কথা লেখা রয়েছে জাতকে। জাতক হচ্ছে দৌতম বুদ্ধের বারবার জন্ম গ্রহণের বিবরণ। প্রতিটি বিবরণের মধ্যে রয়েছে সত্যের প্রকাশ। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গৌতম বুদ্ধ হিসাবে এই ধরনীতে জন্ম গ্রহণ করা আগেও তিনি সমাজের মধ্যে একটা স্পর্শ পেতো না। তারা দূর থেকে রাজকর্ষন লাভ করতো। গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রথম রাস্তায় নেমে এলেন। রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ করলেন। সেই বৌদ্ধ দর্শনকে

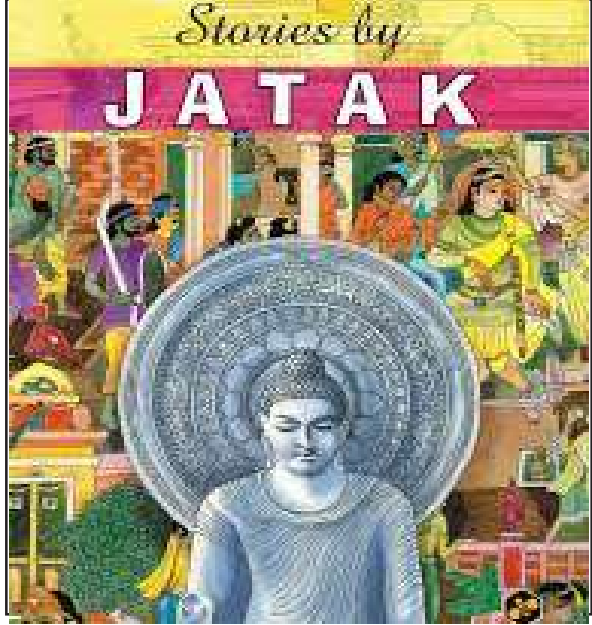
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব ভ্রমণ নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচিত হয়

বিশেষ প্রতিবেদক

আশি বছরের সুদীর্ঘ জীবনে কবিগুরু ভ্রমণ করেছেন ৩৩টি দেশ। একই দেশে গেছেন একাধিকবার। ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণপিপাসু ছিলেন কিন্তু ভ্রমণ বিলাসী কিংবা ভবঘুরে ছিলেন না। তাঁর প্রতিটি ভ্রমনের নেপথ্যে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিল বলেই অনুময় হয়। ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন যুরোপ প্রবাসীর পর, যুরোপযাত্রীর ডায়ারি, পথের সঞ্চয়, পথে ও পথের প্রান্তে, জাপান যাত্রী, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, জাভা যাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, পারস্য যাত্রী ইত্যাদি গ্রন্থে। সতেরো বছর বয়সে প্রথম ইংল্যান্ড এ পাড়ি দিয়েছিলেন ১৮৭৮ সালে আর শেষ ভ্রমণ ১৯৩৪ সালে শ্রীলঙ্কায়। ৫৬ বছরের ব্যাপ্তিতে প্রায় সাড়ে ছয় বছরকাল বিশ্ব ভ্রমণে কাটিয়েছেন। ১৮৭৮, ইংল্যান্ড ক্যালকট্টা ট্রেনিং একাডেমি, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাণ স্কুল , হেঙ্গেল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স এর খাতায় নাম লিখিয়েও মেট্রিকুলেশন পর্যন্ত পৌঁছাননি। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব আনলেন , বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ানো হোক। সেকালে বিলাতে কোন রকম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেই ব্যারিস্টারি পড়ার সুযোগ পাওয়া যেত। পরিকল্পনা মত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করানোর জন্য ব্রিটেনের এক পাবলিক স্কুলে পরে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে রবীন্দ্রনাথকে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হয়নি। প্রথমবার বিশেষ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন মেজদাদা। ১৮৭৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বর সতের বছর পাঁচ মাস বয়সের রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই বন্দর (বর্তমান মুম্বই) থেকে পূনা ঈম্মারে বিলেতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। লোহিত সাগরের সুয়েজ বন্দরে নেমে রেলপথে মিশরদেশে



হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে পুনরায় সমুদ্র পথে মস্কোলিয়া জাহাজে ইতালির ব্রিন্দিশি বন্দর। তারপর রেলপথে ফ্রান্সের প্যারিস হয়ে লন্ডন। দেড় বছর বিলেতে কাটিয়ে ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষা অসমাপ্ত করেই স্বদেশে ফেরেন। ১৮৯০, ইংল্যান্ড আবার দশ বছর পর বিলেত গমন। এবারের যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন বন্ধুরর লোকেন্দ্রনাথ ও মেজদাদা। ১৮৯০ সালের ২২ আগস্ট শ্যাম জাহাজে বিলেত পাড়ি জমান। লন্ডনে একমাস কাটিয়ে টেমস জাহাজে চেপে বসেন দেশের উদ্দেশে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই বিলেত যাত্রাকে তউদ্দেশ্যহীন কর্মহীন জীবনের উপসর্গ ত বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুই খন্ডে যুরোপ জরিয়া ডায়ারিদ রচনা করেন। ১৯১২, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯১৯ সঙ্গদ) যাত্রার পূর্ণপত্র প্রবন্ধে তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের অভিত্রায় ব্যক্ত করেন ত কেবলমাত্র বারিহ ইহঁয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাণ্য ক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি , পৃথিবীর সাথে পরিচয় পূর্ব করিয়া যাইব। এবার ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন পত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পত্রবধূ



সেই কারণে জাতক সবাইকে পড়তে বলা হয়। জাতক গ্রন্থ সবাই পড়তে খুবই ভালোবাসে। সেই জাতক বইটির নাম আজকে সবাই বলতে বসেছে বলে আক্ষেপ করতে শুরু করলেন গুলেদানন্দজি। জাতক বইটির কেউ নাম পর্যন্ত জানে না। বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থ ‘ত্রিপিটক’কোন ভাষায় রচিত তা কেউ বলতে পারবে না। এমনকী গৌতম বুদ্ধের ভাষা ছিল তা বলতে পারবে না। বহু বাঙালিরা বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে কোনও ধ্যান ধারণা নেই, তারাগী তাদের কাছে সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে কোনও উচু নিচু ভেদাভেদ নেই। মানবজাতির এমনকি বিশ্বের নাম হব্বি ‘চর্যাপদ’। এই চর্যাপদের মধ্যেই প্রথম বাংলা ভাষার প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বৌদ্ধ সম্যাসীদের হাত ধরেই বাংলা ভাষার জন্ম সে কথা বহু বাঙালিরা বলতে পারেন না। বৌদ্ধ সম্যাসীরা বৌদ্ধবিহারে বসে বাংলা ভাষার চর্চা করতো। সেখানে পালি, প্রাকৃত ভাষার চর্চা হতো। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি, প্রাকৃত ভাষা পড়ানো হতো। গুলেদানন্দ মাঝে মধ্যে দার্শনিকদের সম্পর্কে এমন অভিনব বিশ্লেষণ দিতে থাকেন তাতে অবাক হয়ে যাওয়ার পালা। গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে এর আগে এই রকম করে কেউ ভাবতে বলেন তিনি দাবি করতেন থাকেন। সমাজতন্ত্র তবুও বারতে সমাজতন্ত্রের প্রবেশ ঘটিয়ে ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। সাম্যবাদের দর্শনকে তিনি স্থানপ করেছিলেন। তখন ভারতের নানা

উপস্থিত হয়েছিলেন সম্রাট অশোকের অহিংসার দূত। সম্রাট অশোক গৌতম বুদ্ধের দর্শনকে এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দূত পাঠাতে শুরু করলেন। তার ফলে দেখতে পাওয়া দেল দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ গৌতম বুদ্ধের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এশিয়ার দেশের মধ্যে যাতে বুদ্ধের পরিবেশ তৈরি না হতে পারে তার জন্য প্রেম মন্ত্র এবং অহিংসা মন্ত্র উচ্চাির করে দিতে শুরু করলেন সম্রাট অশোক। গুলেদানন্দজি এখানে এসেই বেশ খানিকটা থমালেন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন গৌতম বুদ্ধ তো অহিংসা বাণী প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং সেই মন্ত্রকে গ্রহণ করে বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত করা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট অশোক। সেই কারণে বহু চিন্তাবিদরা মনে করেন থকেন যে সম্রাট অশোকের সময় থেকে ভারতবাসীরা অস্ত্র ব্যবহার কম করতে শুরু করলো। তার ফলে বিদেশীরা অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে বারবার ভারতকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে থাকে। বিদেশিদের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হলেও আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুলেদানন্দজি মনে করছেন হিংসা দানব রূপকে প্রকাশ করে। সেখান অহিংসা মানব প্রেমকে প্রকাশ করে থাকে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের যুগে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে অস্ত্র ব্যবহাণানি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোরব পাণ্ডবদের লড়াই শুরু হয়েছে। প্রেম ধর্মের প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সারথি হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে উপস্থিত। সেখানে তিনি গীতা নামে একটি দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, যখন অন্যায় স্থাপিত হয় তখন ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতেই ভাগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। অহিংসা দর্শনটা বেশ খানিকটা বদলে গেল। বেদ বোদন্ত যুগেও হিংসার প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সেখান ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে শ্রীকৃণকে কঠোর হাতে অন্যায়কে দমন করতে হয়েছিল। ভারতীয় দর্শন বারবার যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করছে। গৌতম বুদ্ধের দর্শনের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের দর্শনের মিলমিশ একেবারে নেই বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের দর্শন যখন বর্ণশ্রমকে

সম্পাদক সমীপেষু,

খাদ্য রসিক স্বামী বিবেকানন্দ



তখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হননি, শুধুই নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পড়াশোনা করছেন। পেটুক এবং খাদ্য রসিক বন্ধুদের নিয়ে পাড়ায় তৈরি করেছিলেন ‘পেটুক সম্বৎ’। বন্ধুদের কাছে স্বামীজি বলতেন, দেখবি একটা সময় আসবে যখন কলকাতার প্রত্যেক গলির মতো মোড়ে পানের দোকানের মতো চপ-কাটনেটের দোকান হবে। স্বামীজির এই ভবিষ্যৎবাণী যে কতটা সত্যি হয়েছে, তা এখন আমাদের চার পাশ দেখলেই বোঝা যায়। চপ-কাটনেটে-সিগুড়া তাঁর খুব পছন্দের ছিল। খাবার পাশাপাশি রাম্মা করতেরও বেশ ভালোবাসতেন তিনি। মাংসের নানা পদ তিনি রাম্মা করতে পারতেন। শিকাগো যাত্রার আগে তৎকালীন বোম্বাইতে স্বামীজি ১৪ টাকা খরচ করে এক হাড়ি পোলাও রাম্মা করে শিষ্যদের খাইয়েছিলেন। নিজে হাতে রন্ধে নিবেদিতাকেও খাইয়ে ছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন দোকানের চপ ও ফুলুরি তাঁর বিকেলের খাবার ছিল। স্বামীজি চপ ও কাটনেট খুব সুন্দর বানাজে পারতেন এবং তা বানিয়ে একাধিকবার তাঁর শিষ্যদেরও খাইয়েছেন। বেলুড় মঠে একবার স্বামীজি নাকি পেশাদার চপ ওয়ালাদের মতো চপ ও ফুলুরি বিক্রিও করেছিলেন। বিকেল বেলায় আলুর চপ, ফুলুরি আর মুড়ি না হলে স্বামীজির বিকেলের ভোজনটাই হত না। কড়া ঝালের

প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছে তখন কিন্তু গৌতম বুদ্ধ তার প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি তখন বর্ণশ্রমের প্রতি বিদ্রোহ করতে শুরু করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বর্ণশ্রম মানুষ্যত্বের বিকাশের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার ফলে তিনি বর্ণশ্রমকে পরিহার করে সম্যাস গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ চর্চাকে প্রাধান্য দিতে করলেন। সম্যাস মান্নেই হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগী মন দিয়ে মানব সেবা করতে হবে বলে গৌতম বুদ্ধ প্রচার করতে শুরু করলেন। সনাতন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের বিবাদ শুরু হয়েছিল। হিন্দু সম্যাসীরা সমতল ভূমিতে দখলদারির ভূমিকা পালন করেছিল। আর বৌদ্ধ সম্যাসীরা সমতল ভূমি ত্যাগ করে বৌদ্ধ চর্চা বৃদ্ধির জন্য পাহাড়ের নির্জনস্থানে বিহার নির্মাণ করতে শুরু করে। সেই কারণে আমরা ভারতবাসীরা ভারতের ভেতর হিমালয়ের পাদদেশে অধিকাংশ স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার। আর সমতল ভূমিতে সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রীবুদ্ধি। যদিও পরে আবার সেই সব ধর্মের মধ্যে দিয়ে মহাবীরের জৈন এবং গুরু নানকের শিখ ধর্মের বিকাশ লাভ করে। সনাতন হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া গেল। যার ফলে সনাতন ধর্মের পুরাতনী রূপটা রূপান্তর হতে শুরু করে। আজকে যে হিন্দু ধর্ম অসংখ্য ধর্মের দেশে পরিণত হয়েছে। ভারতে এসেছে ধর্ম ধর্ম প্রচারক। চিন দেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের দেশ। হিউয়েন সাঙ। তাঁরা চিন পর্যটক ছিলন বটে। তবে তারা ভারত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি, প্রাকৃত এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল। গুলেদানন্দজি বারবার বলছেন যে ভারত হচ্ছে দর্শনের দেশ। এই দেশে বহু দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথকে একজন দার্শনিক বলে গ্রহণ করে নিতে পারি। তাঁর রচিত সাহিত্যে ভারতীয় দর্শন এর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত সঙ্গীতও দর্শনের বিশেষ অংশ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

লোকসভা নির্বাচনে
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বীরভূমে

১২ মে ৪ আজ চতুর্থ দফার নির্বাচন বীরভূম লোকসভা নির্বাচন রাজ্যের ৪ টি আসনে লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রেরও নির্বাচন।
এছাড়া বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ২২ জন। লড়াই করছেন তিন জন মিলিট সূহ ১১ জন প্রার্থী। ১৯৪৩ টি ভোট প্রদান কেঞ্জর রয়েছে। তবে মিলিট ৬৪০ টি সম্প্রদায়ের বৃথা। থানপাতার বৃথা।
মোহোতানব কাহা হচ্ছে ১৩৬১ জোশপানি করণের বাহিনী। থাকলে ৬,১২৭ জন রাজা পুলিশের কর্মী। এবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সিউটির আইটিসিআই ও রামপুরকোজা কোজা এই দুটি জায়গা ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মিলে লড়াই থাকলেও ২০১৪ সালের নির্বাচনে মাক্জেরের সমর্থনে কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ মূল ফায়ার। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বাফস্ট ও কংগ্রেস আলাদা আলাদা ভাবে লড়াই করে ১,৭২,৩০৯ টি ভোট পেয়েছিল। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ প্রার্থী হয়েছে মিল্টন রশিদ। সুতরাং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে সংখ্যাগুরু ভোটে জেটের প্রার্থী থাবা বকালে সর্বশেষ পড়তে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শতাব্দী রায়। তাকে আওরে লকতে হতে পারে বিজেপ প্রার্থী দেবনু উড্ডাচার্য। শোয়া আইনজীবী তথা হাঁসনের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদের শক্ত গড়ে হুইনা। একাধাপাশি নবহাতি ও মুরারই দুটি বিধানভাগেও সংখ্যাগুরু ভোটেই একটা বড় অংশ মিল্টন রশিদের পক্ষে যেতে পারে। সম্বন্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ ঘাটিত পড়তে পারে। গরু পাচার কারো তিরায় গেলো বন্দি রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুভূত মণ্ডল। তার অনুপস্থিতিতে অনেকটা দূর্বল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সংগঠন। প্রচারা বেড়িয়ে বাবার গ্রাম্যসীমা এমকি দলের কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে শতাব্দী রায়কে। সব মিলিয়ে এবারের লোকসভা নির্বাচনে হাডাফাউড লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায় ও বিজেপির প্রার্থী দেবনু উড্ডাচার্যের মধ্যে। তবে মিল্টন রশিদের কুলিতে পড়া ভোটারের উপর নির্ভর করলে বীরভূম শেষ হাসি কে হারাবে।

কৈলাসহরের বিভিন্ন পাড়ায় পানীয়জল
ও বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ জনগণ



কৈলাসহর, ১২ মে : স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরও প্রশাসন গ্রামে রাস্তা করে যেমনি। গ্রামে পানীয়জলসেও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। প্রতি সপ্তাহে গ্রামে চার থেকে পাঁচ দিন বিদ্যুৎ থাকে না। ঘটনটি অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তব। তার চান্দ্রসু প্রমাণ পাওয়া গেল ঊনৈপাট জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের মূল শহর থেকে তের বেলাটা এবং কাঁঠালখোড়া, মৌলিক অধিকার থেকে উড়িষী ভিজেলের বেলাটি। ওভিলেগের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বা পাশে উপরে দিকে চলে ভুল হবে। কারণ রাস্তা বলতে ত্রা আছে স্টেটু কৈরি কসেলে নত্রীরা পসেনের কথা বলেলেও পসে পসেনি। মোটা পথ দিগেই জন্য চলাচল এক প্রকার বন্ধ করে কেলে করে কিংবা ভারে মান থেকে গাড়ি দিয়ে তাকে

পানীয়ভার পর থেকে ব্যাপক নগরায়ণ ও আর্থনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে অনেক শহরমুখী হলেও এখনও গ্রামীণ পরিবেশকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। হারিকেনের আলোর দলবেলি বিন্দুসে আলো পৌঁছেছিলও রক্তও প্রতি সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ দিন সেই হারিকেনের ওপরই নির্ভরশীল বেলগিলা এবং কাঁটাল ছড়া গ্রামা। কৈলাসহারের হিরাহুড়া এডিস ডিলেজের বেলেটিলা ও কাঁটাল টিলা গ্রামে বিন্দুসহ আলো পৌঁছেছিল ও সপ্তাহে এক থেকে কয়েক দুদিন টিষ্টকাঁত থাকে আসে বিদ্যুৎ সেখানকার এক জনজাতি মেরি মারাক বলেন, বিন্দু ঠিক ভাবে না আসলেও প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল টিষ্টকাঁত রাখতে হয়। তিনি অভিযোগ করেন, সপ্তাহে এক কিংবা দুদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকলেও ঘরে একটি লাইট ও একটি ফ্যান চালিয়ে বিল আসলেও নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। অটল জন্ধানার মিশনে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা জানান, এ ধরনের কোনও প্রকল্প আছে বলে তাদের জানা নেই। আর, তাই গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র অভাব। স্থানীয়দের দাবী বাবারবার পঞ্চায়েতকে এ বিষয় নিয়ে জানালেও দেবো-দিচ্ছ বুলেই দায়িত্ব খালসা করেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। হিরাহুড়া এডিস ডিলেজের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বেলগিলা গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা ফজলু ফক্কু এবং সেখানে মিঞা জানান, সবচেয়ে হোলদাশ কারাগে সাথী পরিষেবা সহ অনেক সুবিধা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। রাস্তা সংস্কারের জন্য বার বার পঞ্চায়েত শেষ বিভিন্ন নেতৃত্বদের জানানোর পরও এখন পর্যন্ত কোনও কাজ হয়নি। এছাড়াও বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকলেও সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ দিনই মাঝে মধ্যে দেখা পাওয়া যায়না। রাস্তা খানেকের ফলে সরকারী জলের গাড়ি মাঝে মধ্যে আসলেও গাড়ি গ্রামের ভেতর ঢুকতে না পারায় প্রায় কয়েক কিলোমিটার পথ হটে পূর্ত দপ্তরের রাস্তার পাশে এসেই তাদের জল নিজে যা। তাই রাস্তা সরকারকে বলে তাদের দাবী, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার, জল ও বিদ্যুতের পরিষেবার মান উন্নয়ন করা। পাহাড়ের উপর থেকে মানোস দৃশ্য দেখলে দেখা যায়, কোনো ক্ষেত্রেই এই জায়গা সম্পূর্ণ থেকে কম নয়। সৌন্দর্যে ভরা মানোস পরিষেবা থাকলেও সবচেয়ের নাজ এবং পড়নি ও এই গ্রামে। শুভ্রা নামিয়া স্বপ্নন মারাকের বাড়িতে গেলে দেখা যায়, তাদের পরিবার আজও কলাপাতা দিয়ে মোড়ানো বড় একটি পানের বাউল। এটি দিয়ে কিং করবেন জিজ্ঞাসা করলে স্বপ্নন মারাকের স্ত্রী জানায়, আজ তিনি উনার নিজের বাবার বাড়ি থলিই জলের আমবাসা চেষ্টা পাওয়া। আমবাসা পানের বাউল বেশি। সেখানে বিক্রি কলো টাকা বেশি পাওয়া যাবে। তবে জিজ্ঞাসা করা হয় এত ভিতরে জঙ্গলের মধ্যে স্বপ্নন মারাকের সাথে কীভাবে বিবাহ হল। তখন মুদু হেসে স্বপ্ননের জানানো, ধর্ম্য অনুরোধে জিপ্সোর সাথে দেখা হয়েছিল। তার পর ফক্কীর মাঝমে যোগাযোগ। তার পর তার বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের একমাত্র পুত্র সামোয় ও বক্স অরুম শ্রেণি পায় করছেন।

কাঁটালবাড়ি থেকে সস্তানের পড়াশোনা করানো অনেক কষ্টকর। তাই তাকে নিয়ে গিয়ে আমবাসা চল যাবেন। সেখানে একটি স্কুলে সমোবার তাকে ভর্তি করবেন। এত অব্যবস্থায় থেকে ছেলের পাঠশোনা করানো সম্ভব নয়। তাই ছেলেকে নিয়ে তিনি এখন থেকে বাবার বাড়ি আমবাসা থাকবেন বলে জানান। সরকার মুখে যতই জল জীবন মিশন ও অটল জল ধারণা স্লোগান তুলুক, বাস্তবে তা অন্য রূপ ধারা পড়লে ওই গ্রামে তাই এলাকার মানুষ অপেক্ষায় আছে কবে তার পানে সরকারি পানীয় জলের সুবিধা, কবে পাবেন শহরের মতো উন্নত রাস্তা, কবে পাবেন প্রতিদিন বিদ্যুৎ।

ইন্ডি জোট জিতলেই গ্যারান্টি
পূরণ : কেজরিওয়াল

নামাঙ্কির, ১২ মে জেল থেকে অন্তর্বর্তী জামিন মুক্ত হয়েই আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ভোটপ্রচারে নেমেছেন অবসিদ কেজারিওয়াল। একের পর এক সভায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে তেপ দাগছেন। এবার তিনি যোগাযোগ করলেন একাধিক গ্যারান্টি র কথা। কেজারিওয়ালের এই গ্যারান্টির তালিকায় প্রথমেই রয়েছে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা। তার পরেই এই তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ আছে সরকারি শুল্ক শিক্ষা ব্যবস্থার পড়ই ও বিনামূল্যে শিক্ষা। কেজারিওয়ালের তৃতীয় গ্যারান্টি হল স্বাস্থ্য। গোটা দেশের সরকারি হাসপাতালগুলির জন্য ৫ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পরিকল্পনা করেছেন তিনি। দেশের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি গ্রামের প্রত্যেক মহিলাদের জন্য বিশেষ ক্লিনিক খোলারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেজরিওয়ালা।

দুই বছরও টিকে না ভূগমূল
সরকার, দাবি সূর্যকান্ত মিশ্রের



দেখতে বার্তা, পাখুয়া, ১২ মে ৪৭বার
বিজেপি নেতাদের পথে হেঁটে তৃণমূল
সরকার পড়ে ঘণ্টায় সময় বেঁধে
দিলেন সিপিএমের পলিটবুরোর
সদস্য হৃষীকান্ত মিশ্র। তার বলছেন
দুই বরগা টিকে বসে না মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সূর্যকান্তের
এই বক্তব্য নিয়েপালটা দিতে ছাড়েনি
তৃণমূল। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের
সিপিএম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষের
সমর্থনে পাখুয়া চণ্ডারে গিয়েছিল
সূর্যকান্ত। প্রচারে গিয়ে বিজেপি
এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলেখোনা
করেন এই সিপিএম নেতা। সূর্যকান্ত
বলছেন যে বিজেপি করে বালেন,
‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটে
খেয়োনে আছেন সেখানে একদিন
সূর্যকান্ত বসেও করবে। উনি অনেকের
টাকা লুট করছেন। তাকে তাকে
ধরছেন। অথচ যারা মাথা তাদেরকে
ধরছে না। মানুষ সব বুঝতে
পেরেছে। এদিন তিনি আরও বলেন,
‘দু বছর পর বিধানসভা নির্বাচন।
এতদিন পর্যন্ত তৃণমূলের সরকার

টিককে না। তার কটাক্ষ, কদিন আগে মমতা রাজভবনে গিয়ে প্রণামশীল নবম্র মণির সঙ্গে দেখা করেছেন। আর বেরিয়ে এসে বলছেন গল্প করেছেন।' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'এই রাজ্যে তৃণমূল-বিজেপি আঁতাত রয়েছে। প্রসঙ্গত, বিরাধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বারবারই দাবি করে আসছেন বিধানসভা ভোটের আগেই সরকার পড়ে যাবে। তালুকদের বিজেপি প্রার্থী অভিভূত। গণ্ডোপাধ্যায়ও চলতি বছরেররাজ্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। আর এবার সেই পথেই চলছেন। সেই তৃণমূল সরকার পড়ে যাওয়াররাজ্য সময়ে বেধে দিলেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র।

হরিশপুরে ভোটারদের কাছে আশীর্বাদ চাইলেন
ঘাটাল লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী



কে আপনাদের কথা ভেবেছে, কার কথাবার্তা কেমন তার উপরই ভোটটা দেবেন। রবিবার সকাল থেকে ঘাটালে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণারিগিয়ে এমনই বাই বাই দিনেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবা। সকাল থেকে ঘাটালের প্রত্যাপপুর, হরিসিংপুর, হরিশপুর, রত্নেশ্বরবাটি সহ বিভিন্ন এলাকায় কনওন হেঁটে রোড শো, কনওন নির্বাচনী সভা জনসংযোগ বাড়িয়েছেন দেবা।

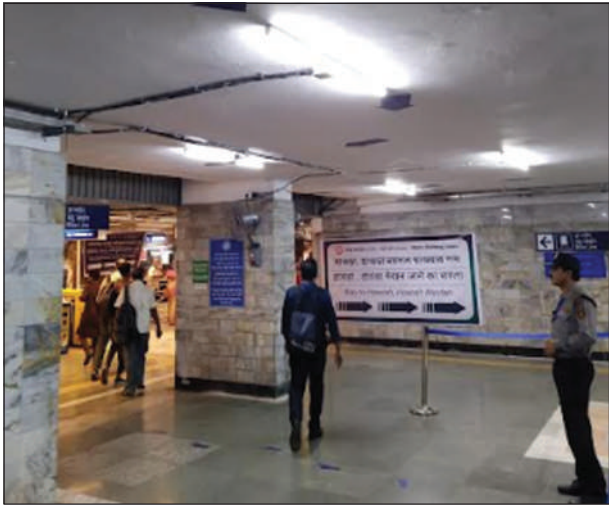
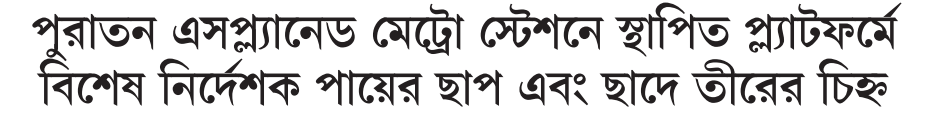
প্রার্থী দেব। সকাল থেকে ঘাটালের
প্রতাপপুর, হরিসিংপুর, হরিশপুর,
রত্নেশ্বরবাটি সহ বিভিন্ন এলাকাই
কখনও হেঁটে রোড শো, কখনও
নির্বাচনী সভা জনসংযোগ
বাড়িয়েছেন দেব।

রবিবাসরীয় জমজমাট প্রচার
জনসংযোগ দমদম কেন্দ্রে তিন প্রার্থী



হুস্তে বাতা, ব্যারাকপুর, ১২ মে :
গবিসমে দাবদাহ উপলক্ষ করে
রাবরসায়ীয়া জমাদানী প্রচার
পদযাত্রা সারলেন দমদম কেন্দ্রে
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত
রাখাছত্রা জেপে চাড়ে দু হাত
করে রয়েছে ডোঁট প্রার্থনা করেন প্রার্থী
সৌগত রাখে উত্তর দমদম পুরসভার
২১,২২ এবং ২৩ নং ওয়ার্ডে বিরাট
রোড শো করেন। দুর্গানগর শৌনন্দ
নেড়ে পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডে
তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে
থেকে এক সুসজ্জিত বনার্য বর্নয়
পন্যাত্রা শুরু হয় শেষ হয় পুরসভার
২৩ নং ওয়ার্ডে মাঝেহাটি ডাক্তার
বাগান মাঠে। পাবনাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর
বিভিন্ন প্রকল্প রূপশ্রী, যুব শ্রী, লক্ষ্মর
ডাক্তার পুরোহিত ভাতা, স্বাস্থ্যসার্থী
লাইভ মডেল দৃষ্টি আকর্ষণ করে
মানুষেরা ছিল মুগ্ধ। অপর নতুন
উত্তর ও মধ্য দুর্গানগর এবং শ্রীনগর

১৫ নং ওয়ার্ড পদ্মপ্রায়্য মন্দিরের
স্বতন্ত্র অংশ অংশগ্রহণ ছিল চোখে
পড়ার মতো। রাস্তার দু'ধারে বহু মানুষ
কেউ ফুলের মালা পরিয়ে আবার
কেউ বা ফুল ছিলো না। অশীর্বাদ করণে
প্রার্থী শীল্যে রায় কোণ্ঠাপ্রায়্য ১৪
নং ওয়ার্ডের বনিক মোড় থেকে শুরু
করে শেষ শ্রম ১৬ নং ওয়ার্ডের গৌরীশ্রম
কালিমিহিরের আগে। এপ্রণবর বিকলে
কামাহাটটি বেশজিয়া নগরপ্রায়্যের মান
মিহিরের মেগা পদ্মপ্রায়্য সলিলে
ফুলমাল প্রার্থী শীল্যে রায়েরে বিভিন্ন
তপসুভাষা উপস্থিত থাকে বন্তব্য
রাধেনে। রবিবাসরীয় জমজমট
প্রচুর বসন্ত সাড়া ফেলে দেয়
এদিন সৌগত রায়। অন্যদিকে
সিপিএম প্রার্থী সৃজন চক্রবর্তী
নববাবাকপুর জংকল্যাণ সমিতির
উজ্জবে উপস্থিত ছিলেন এদিন এবং
বিভিন্ন প্রার্থী শীল্যে ভদ্র ভদ্র প্রায়্য
জনসংযোগে সারলেন বিভিন্ন এলাকায়।



কলকাতা, ১২ মে :এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশন হল কলকাতা মেট্রোর দুই লাইন এবং গ্রীন লাইন ২-এর মিলনস্থল। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী কলকাতা বা হাওড়ার আশেপাশে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য পুরানো এবং নতুন এসপ্লানেড স্টেশনগুলি ব্যবহার করছেন। এসপ্লানেডের এক করিডোর থেকে অন্য করিডোরে সহজে যেতে সাহায্য করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই মেট্রো স্টেশনগুলো মেট্রো স্টেশনের পাশাপাশি নতুন এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনের কনকোর্স এলাকায় নীল এবং সবুজ রঙ বিশেষ নির্দেশক পদচিহ্ন স্থাপন করেছেন। এখন পুরানো এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের সবুজ পায়ে ছাড়া বসানো হয়েছে। সেই সাথে বিশেষ নীল তীরাঙ্কগুলিও এই দুটি করিডোরের আশ্রয় সংযোগকারী প্যাসেঞ্জের সিলিং এবং সোইসোথে ব্লু লাইনের কনকোর্স এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে। পুরানো এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনে নামার পর যদি কোনও যাত্রী প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এবং কনকোর্স এলাকায় স্থাপিত সবুজ পায়ে ছাড়া গুলি অনুসরণ করেন,

তবে তিনি আন্তঃসংযোগ পথ দিয়ে
নতুন এসপ্ল্যাননেড মেট্রো স্টেশনে
যেতে পারবেন। একইভাবে যে
কোনও যাত্রী নতুন এসপ্ল্যাননেড
মেট্রো স্টেশনে নামার পরে মেঝেতে
ইন্সটল করা নীল পায়ে ছাপ এবং
স্টেশনের কার্কেস এলাকায় সিলিং
তীরের চিহ্নগুলি অনুসরণ করে
সহজেই পুরানো এসপ্ল্যাননেড মেট্রো
স্টেশনে যেতে সক্ষম হবেন। এই
নির্দেশক পায়ে ছাপ এবং তীরের
চিহ্নগুলি সহজেই দৃশ্যমান এবং

কৌশলগতভাবে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা, করিডোরগুলি হাণ করতে ইচ্ছুক, সহজেই অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন। সড়ক সড়ক সড়কই নির্দেশক পায়ে হাপ এবং তীর, ব্যানার, পোস্টার, সিঁককাগুলি ছাড়াও এসপ্লানেনেডের এই দুটি স্টেশনে যাত্রীদের বু লাইন থেকে গ্রীন লাইন এবং তদ্বিপরীতভাবে যাতায়াতের জন্য গার্শন করা হয়েছে।

রাত পেরোলেই চতুর্থ দফার ভোট, চূড়ান্ত
ব্যস্ততা বীরভূম ও বোলপুরের ডিসিআরসিতে



এই দুই কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ১৩১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৬ হাজার ৭২ জন রাজা পুলিশের আধিকারিক ও কর্মী মোতায়েন থাকছে। ৯৪টি নাকা চেকিং পোস্ট করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বোলপুর লোকসভা মোট ভোটার রয়েছে ১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৪৪ জন। মহিলা ভোটার ৪৯। আটজন

প্রাথমিক ভাণ্ডার নির্ধারণের জন্য ১৯৭১ হাজার ৯৯৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকছে। অন্যদিকে, বীরভূম লোকসভায় মোট ৩৩১ জন রয়েছেন ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ২২ জন। মহিলা ভোটার ৪৯। এই লোকসভায় ১২ জন প্রাথমিক ভাণ্ডার নির্ধারণের জন্য ১ হাজার ৯৪৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকছে। অর্থাৎ, দুই লোকসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে মোট ৩ হাজার ৯২২টি।

উত্তর পূর্ব রেলের ৪.২৪৫
মিলিয়ন টন পণ্য লোড হয়েছিল



গোরখপুর, ১২ মে : মোট মাল
লোডিং বাড়ানোর জন্য উত্তর-পূর্ব
রেলের সদর দফতর এবং বিভাগীয়
স্তরে ব্যবসায়িক উন্নয়ন ইউনিটগুলির
পরিকল্পিত প্রচেষ্টার সাথে রেলওয়ে
প্রশাসন ব্যবসায়ী এবং শিল্প

প্রতিষ্ঠানকে উন্নত মাল লোডিং সুবিধা প্রদান করছে ২০২৩-২৪ সালে রেলওয়েতে ৪.২৪৫ মিলিয়ন টন পণ্য লোড হয়েছিল, যা আগের বছরের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ সালে, মাল লোডিং থেকে আয়

ছিল ৪৮৩.৪৭ কোটি, যেখানে ২০২২-২৩ সালে, এই আইটেম থেকে আয় ছিল ৪৬২.২০ কোটি। ২০২৪-২৫ সালের এপ্রিল মাসে, ০.২০২২ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করা হয়েছিল, যা ২৪.০৯ কোটি টাকা আয় করেছে।

টিএসএস ইন্ডিয়া লিমিটেড

সিআইএনএ: এন৪০১০১৯ডুব্লিউ১১৫পিএলসি০৯১০৪৪

রেজিষ্টার্ড অফিস: ৪৪, আবুল কালাম আজাদ রোড, হাওড়া-৭১১০১১

শোয়ারহোমের বর্তমান বিবরণ

কোম্পানীর শোয়ারহোমেরদের অধ্যক্ষা বাল্যনাথ হুছে কোম্পানীর আইন, ২০৩৮ এর ধারা ১১০ অনুযায়ী কোম্পানী (বর্তমান) ও প্রাধান্য বিধানো, ১৯২৪, সূচিক ৪৬৩৬ ধারা, কোম্পানী ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে পোষ্টাল পোস্টাল বাল্যনাথ হুছে প্রথম সম্মেলন করিয়ে ১০৬ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে স্টাফের রেজিস্ট্রেশন এবং বাল্যনাথ হুছে বিবর্তি প্রথম পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে একটি স্বাক্ষরিত, প্রিইন্ডেড ডাক পত্র, কোম্পানীর শোয়ারহোমেরদের বাল্যনাথ হুছে ১১ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে শোয়ারহোমেরদের রেজিস্ট্রেশন ওঠিয়ে হুছে ডাক বাল্যনাথ হুছে প্রথম সম্মেলন করিয়ে কোম্পানীর ইকুইটি শোয়ারহুছে একটি তালিকাভুক্তি তালিকাভুক্তি হুছে ১১ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে পত্র কারার প্রত্যাহার করে।

শোয়ারহোমেরদের বাল্যনাথ হুছে ই-ভোটিং এর বিবর্তিত ও উপকরণ রয়েছে যা ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ স্ক্রলারদের বাল্যনাথ হুছে প্রথম সম্মেলন ২৫, ২০২৪ শনিবার বিকাল ৩:০০টায় হুছে পত্র।

পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে প্রক্রিয়া সূচক ও স্বাক্ষর করে পরিচালনার জন্য কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ টেক্সট অফ আয়োজনের, প্রাকটিক্যাল কোম্পানী সেক্রেটারী, (সিপি নং-১১১০১০) কে কন্ট্রোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করিয়ে। শোয়ারহোমেরদের অনুমত হুছে নোটি কারার জন্য অনুরোধ করা হুছে যে যথাসম্ভবে সম্মত এবং স্বাক্ষরিত পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে পত্র ৩:০০টায় বাল্যনাথ হুছে কন্ট্রোলিং অফিসার করে পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে ২৫, ২০২৪ তারিখে যা পত্র আবেদ। উল্লিখিত তারিখে এবং সমস্মের পরে প্রাপ্ত সমস্ত পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এমনভাবে বিবেচনা করা হুছে যেন ই-বর্তমান শোয়ারহোমেরদের বাল্যনাথ হুছে উক্ত পত্রের পত্র।

পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে পানি এন পত্র। শোয়ারহোমেরদের কোম্পানীর বাল্যনাথ হুছে পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে অনুমত করে পত্র। পোষ্টাল বাল্যনাথ হুছে তালিকাভুক্তি হুছে যুক্ত কোনো অভ্যন্তরীণ কর্মের, শোয়ারহোমেরদের স্বীকৃত আদায়ের সাথে ই-ভোটিং। tsindia@india@gmail.com এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হুছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
টিএসএস ইন্ডিয়া লিমিটেড
ব্রা - বিকাশ আদায়
ডায়েরি নং ০০৩০৬০১০

তারিখ: এপ্রিল ২৫, ২০২৪
স্থান: হাওড়া

[illegible]

সঙ্গীত ও আলোচনার মেলবন্ধনে কবি প্রণাম



১৮ মে : বনু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্ম দিবস পালিত হল চন্দননগর লিট্‌ তলায় রঙিন মাছের বইয়ের লেখক তথা মনসা গবেষক পতিপেপারন হাদারের উদ্যোগে। বুধবার সন্ধ্যায় এই উপাধক্ষে কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত তে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন লাল পাহাড়ি দেয়ের যা কবিতাটির লেখক এবং জমির পুত্রস্বার প্রাপ্ত কবি অরুণ চক্রবর্তী। এদিন অস্বাভীন চলাকালীন পাহাড়জয়ী কন্যা ঠাকুরী কবি সমল থেকে পুষ্যেদেওয়া গুণীকর্তৃক অর্পণ পুষ্যেদেয় হবি একে কলকলে তাক লাগিয়ে দেন। উল্লেখ্য বৈশ কয়েকজন কবি সভাপতিত্ব আঞ্জকের এই আলোচনা সভায়। অজিত থেকে কবিব্রজনা ছাড়াও অন্যান্য বৈশ কয়েকজন

কবি- সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন উত্তর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে তুলে ধরেন অলোক লাহিড়ী, লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অজানা তথ্য ফটিয়ে তুলেন পার্থ ভট্টাচার্য।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক সুল্লাগা চক্রবর্তী যিনি রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনগরের মধ্যে যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল তা এই প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গৌরবহী হালদার মহাশয় একক কণ্ঠে আবৃত্তি পাঠ করেন। ছোট

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নার্স ডে
পালিত বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে

বিশালগা (ত্রিপুরা), ১২ মে : যথাপালিত হল বিশালগড় মহকুমা হা হাবরও বিশালগড় প্রেসক্লাবের উ নার্সদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।
 ডে পালিত হয় বিশ্রুজ্ঞে। রবিবার
 বিশালগড় মহকুমা হা হাবরও বিশালগড়
 নাটীঙ্গলের প্রতিকৃতিতে ফুল
 হাসপাতালের কর্মরত সমস্ত নামা
 বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত

পাণ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নার্স ডে
পাতালে। অন্যান্য বছরের মতো এ
পাণ্যে বিশালগড় মহকুমায় কর্মরত
স্বাস্থ্যকর্মীরা ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স
ডে পালন করবেন। ১৯৮১ সালে
বিশালগড় মহকুমায় প্রসন্না
বাবু নামের এক নার্সের
উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক নার্স
ডে পালন করা হয়। এরপর
সমস্ত নার্স, মহকুমা স্বাস্থ্য
অধিদপ্তর, বিশালগড় মহকুমা

সহ অন্যান্য কর্তব্যরত চিকিৎসা প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে আধুনিক জন্ম হয়। ক্রিমিয়াম যুদ্ধে আহত সৈন্য ডাক্তারদের চিকিৎসার পাশাপাশি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। পাশাপাশি সেবিচারও প্রয়োজন বোধ থেকে প্রতিবছর এই মহান ব্যক্তিত্ব আন্তর্জাতিক নার্স ডে পালিত হচ্ছে।

(লাইফস্টাইল টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড)
অফিস নং. ৩০২, প্রাইমারি টাওয়ার, সেক্টর ৫,
সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১
তারিখঃ ০৯.০৫.২০২৪ স্থানঃ কলকাতা

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

কলাগাছ থেকে তৈরি এই চামড়ার ব্যাগ, জানতে হলে আনাকে পড়তে হবে

লেদারের মতো দেখতে কিছু ব্যাগ সম্প্রতি অনলাইনদুনিয়ায় ভাইরাল। ২০২৩ সালে ‘শিক্ষার্থীদের অস্বাস্থ্যকর ‘খ্যাত ‘হাল্ট প্রাইজ’ পেয়েছে এই ব্যাগের প্রকল্প ‘বানোফি লেদার’। মুম্বাই ইকেন্দ্রিক প্রকল্পটির উদ্যোক্তা জিনালি মোদি ও তাঁর দল হাতে তুলেছে পুরস্কার। কলাগাছের বাকল আর পাতা দিয়ে ফেব্রিক তৈরি করে ‘বাস্তব সমস্যার সমাধান করে, এ রকম অইডিয়া’ বিভাগে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা।



জিনালি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে মাস্টারকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছেন। তা ছাড়া উদ্যোক্তা হিসেবেও দুই বছর হলো যাত্রা শুরু করেছেন। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ১০০ বিলিয়ন কল খাওয়া হয়। আর সারা বিশ্বে যত কলার

চাহিদা, তার শতকরা ২৫ ভাগ পূরণ করে ভারত। এক টন কলা উৎপাদন করতে চার টনের বেশি বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এর ভেতরে রয়েছে কলাগাছের পাতা ও বাকল। এগুলোর খুব কম অংশই পুনরায় ব্যবহৃত হয়। জিনালির প্রতিষ্ঠান থেকে যে সমস্ত পণ্য তৈরি হয়, তার

সবই তৈরি হয় কলাগাছের তন্তু থেকে। ইতিমধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠান ১ লাখ কেজি কলার বাকল ও পাতা থেকে ফেব্রিক তৈরি করেছে। বানোফি লেদারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ৬০ জন প্রান্তিক কলাচাষি। এক সাক্ষাৎকারে জিনালি বলেন, ‘সত্যিকারের টেকসই ফ্যাশন সহজ কথা নয়। আর সেটাই আমরা করে দেখাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেননা, প্রকৃতি ধ্বংস করে ফ্যাশন মানে মানবসভ্যতারই ধস। প্রকৃতি আর মানবসভ্যতার ভেতরে নিঃসন্দেহে প্রকৃতিই টিকে থাকবে। তাই টেকসই ফ্যাশন কোনো আদিখ্যেতা নয়, বরং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ।’লেদার বা প্রাণিজ চামড়ার সত্যিকারের একটা ব্যাগ বানাতে কী পরিমাণ জল খরচ হতে পারে বলে আপনার ধারণা? ১০ হাজার লিটার! হ্যাঁ, টিকই পড়েছেন, ১০ হাজার লিটার! একটা লেদারের ব্যাগ বানাতে গড়ে এই পরিমাণ জলই লাগে। সঙ্গে কার্বন নিঃসরণ আর উপজাত হিসেবে পরিবেশের জন্য বিষাক্ত উপাদানও উৎপাদিত হচ্ছে টনে টনে। বানোফি লেদার এর এই

উদ্যোক্তা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাগ বিক্রিও করেছেন। জিনালি আরও জানান, এই ব্যাগ তৈরিতে শতকরা ৮০ ভাগ কার্বন নিঃসরণ কমানো হয়েছে। জলের প্রয়োজনও কমে গেছে ৯০ শতাংশ (প্রতিটি ব্যাগ তৈরিতে গড়ে ১ হাজার লিটার জল ব্যবহার করা হয়েছে)। আর এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিছুই উৎপাদিত হয়নি। এই ব্যাগ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পরিবেশের জন্য বিষাক্ত কিছুই তৈরি হয়নি। ব্যাগ ছাড়াও কাগজ আর ডায়েরিও তৈরি করেছে এই প্রতিষ্ঠান। চলছে কাপড় তৈরির প্রক্রিয়া। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি পোশাকও বানিয়েছে।

ভারতে প্রতিবছর অন্তত ৯২ মিলিয়ন টন কলাগাছের বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এগুলোর প্রায় কিছুই নতুন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না। আর ওগুলোকে আপসাইকেল করে আরও বেশি ফেব্রিক উৎপাদন করা গেলে তা টেকসই ফ্যাশনকে এগিয়ে নেবে অনেকটাই। একই সঙ্গে এই প্রক্রিয়া অনেকটাই পরিবেশবান্ধব।

কাশ্মীরে যৌথ অভিযানে সাফল্য, হেফাজতে জঙ্গি

শ্রীনগর, ১২ মেঃ তন্ত্রাশি অভিযান চালিয়ে রবিবার সকালে কাশ্মীর থেকে এক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল জন্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এই অভিযানে পুলিশের সঙ্গে ছিল স্িআরপিএফের একটি বিশেষ দল এবং ভারতীয় সেনা। জানা গিয়েছে যে ওই সন্ত্রাসবাদীর থেকে বন্দুক, গুলি এবং আরও অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই জঙ্গি কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং সে কী মতলবে এখানে গা ঢাকা দিয়েছিল।

গ্রেফতার পাঁচ যুবক

আগরতলা, ১২ মেঃ ত্রিপুরার একটি ওয়েব পোর্টালের মালিক তথা সাংবাদিক বাপি রায় শুক্রবার গভীর রাতে একদল যুবকের হতে লাঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ। রাজধানীর গণরাজ টৌমুহনি পেন্টোল পাস্পের কাছে সংগঠিত হামলায় বাপি রায় আহত হন। পুলিশ তৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়ে হামলাকারীদের গ্রেফতার করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়ে পূর্ব আগরতলা থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পূর্ব আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা ওসি সঞ্জিত সেন পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

 নাম পরিবর্তন
হামি, MOHAMMAD ASLAM KHAN LODHI (পুরাতন নাম) পিতা LATE HAJI MD IBRAHIM KHAN LODHI , টিকানা 73, PHEARS LANE, PO-CHIT-TARANJAN AVENUE, PS-BOW-BAZAR, KOLKATA -700073, West Bengal, India, বাসিন্দা (পেশা ২৪ পরদান) নোটারি পাবলিক, Dated 10.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MD ASLAM KHAN LODHI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হল। MD ASLAM KHAN LODHI (নতুন নাম) এবং MOHAMMAD ASLAM KHAN LODH (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

 নাম পরিবর্তন
হামি, MOHAMMED IMTIYAZ ASLAM LODHI (পুরাতন নাম) পিতা MD ASLAM KHAN LODHI , টিকানা 73,PHEARS LANE, PO-CHITTARANJAN AV-ENUE,PS-BOWBAZAR, KOLKATA -700073, West Bengal, India, বাসিন্দা (পেশা ২৪ পরদান) নোটারি পাবলিক, Dated 10.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MD IMTIYAZ ASLAM LODHI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হব। MD IMTIYAZ ASLAM LODH (নতুন নাম) এবং MOHAMMED IMTIYAZ ASLAM LODHI (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

 নাম পরিবর্তন
আমি Sk Munsur Ali (পুরাতন নাম) পিতা Sekh Muktel টিকানা at Vill & P.O.- Tulsiberia, P.S.-Rajapur, Howrah Rural-711401 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sekh Munsur Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হল। Sekh Munsur Ali (নতুন নাম) ও Sk Munsur (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

 Name Change
I, Shalini D Shetty (old name) W/O Iftekhar Hossain, residing at 7 Mo-hammadan Burali Ground Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sarah Hossain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Sarah Hossain (new name) and Shalini D Shetty (old name) both are same identical per-son.

 নাম পরিবর্তন
হামি, DOLA DHAR CHOUDHURY (পুরাতন নাম) শ্রী SUBHASIS DHAR CHOWDHURY , টিকানা- 99/A ,HU-MAYUN KABIR SARANI,BLOCK-G,PLOT NO-150,NEW ALIPORE, KOLKATA -700053, West Bengal, India, LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT, KOLKATA, Dated 15.08.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে DOLA DUTTA CHOUDHURY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হব। DOLA DUTTA CHOUDHURY (নতুন নাম) এবং DOLA DHAR CHOUDHURY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

 Name Change
I ANOWAR ALI, SON OF MO-HAMMED ALI, RESIDING AT U-34/B KARBALA ROAD, PS-RAJABAGAN, KOLKATA-700018, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEIKH ANWAR ALI VIDE AN AF-FIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT ANOWAR ALI AND SHEIKH ANWAR ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

 Name Change
I MANOJ PODDAR, S/O BISH-WANATH PODDAR, R/O 15, ABHOY GUHA ROAD, LILUAH, PS BELUR, HOWRAH -711204, WEST BENGAL , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KUMAR PODDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024, THAT MANOJ POD-DAR AND MANOJ KUMAR POD-DAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

 Name Change
I SK NURUZZAMAN ALIAS SK. NURUJ-JAMAN ALIAS NURUZZAMAN SK, S/O SHEIKH ABDUL KARIM, R/O S-142/1, HALDAR PARA LANE, PO BARTALA, PS METIABRUZ, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEIKH NURUZZAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024, THAT SK NURUZZAMAN ALIAS SK, NURUJJAMAN ALIAS NURUZZAMAN SK AND SHEIKH NURUZZAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

 Name Change
I MD AMAN HAMZAH, S/O MD AMIR HAMZAH, R/O 118, DR SUNDARI MOHAN AVENUE, PS BENIAPUKUR, PIN-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AMAAN HAMZAH, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 10/05/2024, THAT MD AMAN HAMZAH AND MD AMAAN HAMZAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

 Name Change
I SURAJA BIBI, D/O SK HAFJUR RA-HAMAN, W/O MOSARAF MALLICK, R/O DASHGHARA, BABLATALA, PS DHANAKHALI, PO- DASH GHARA,DIST-HOOGHLY, PIN-712410, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJA BEGAM MALLICK, VIDE AN AF-FIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT AL-PORE COURT ON 10/05/2024, THAT SURAJA BIBI AND SURAJA BEGAM MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

 নাম পরিবর্তন
হামি, SUBHASIS DHAR CHOUDHURY (পুরাতন নাম) পিতা LATE DHARANI DHAR CHOWDHURY , টিকানা-99/A, HUMAYUN KABIR SARANI,BLOCK-G,PLOT NO-150, NEW ALIPORE, KOLKATA -700053, West Bengal, India, কলকাতা নোটারি পাবলিক, Dated 10.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SUBHASIS DHAR CHOWDHURY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হব। SUBHASIS DHAR CHOWDHURY (নতুন নাম) এবং SUBHASIS DHAR CHOWD-HURY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

 নাম পরিবর্তন
আমি Nishat Afroze (পুরাতন নাম) পিতা Syed Zulfiaqar Ali টিকানা at Reha Green, 2/A, Gobra Road, 1st Floor, Flat-11, P.O.-Entally, Kolkata-700014 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-05-2024 এর Affi-davit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nishat Afroze (নতুন নাম) নামে পরিচিত হব। Nishat Afroze (নতুন নাম) ও Nishat Afroze (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

প্রয়োজনের থেকে বেশি পাউডার ব্যবহার করছেন না তো

আমাদের আবহাওয়াটাই এমন যে গরমের সময় ত্বকে একটা বাড়তি চিটচিটে ভাব হয়েই যায়। এই চিটচিটে ভাব কাটাতে দারুণ কাজে দেয় পাউডার। পাউডার ঘাম শোষণ করে। ত্বক থেকে নিঃসৃত তেলও শোষণ করে। আর তাই গরমের সময় পাউডার ব্যবহার করলে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। তবে খুব বেশি পাউডার ব্যবহারও আবার ঠিক নয়। তাতে ত্বকের স্বাভাবিক তৈলাক্ত ভাব হারিয়ে যায়। তাই ধরাবাঁধা নিয়ম করে রোজ নয়, আবহাওয়া বুঝে, প্রয়োজন অনুযায়ী পাউডার ব্যবহার করতে হবে। পাউডার ব্যবহারে কী কী উপকার মেলে, আর স্বস্তি পেতে কীভাবেই-বা ব্যবহার করা উচিত জেনে নেওয়া যাক।

ত্বক শুষ্ক রাখতে পাউডার
পাউডার তেল ও ঘাম শোষণ করে বলে ত্বক থাকে শুষ্ক। ‘ম্যাট লুক’ আনতে তাই কাজে দেয় পাউডার। পাউডার তো বটেই, মেকআপের সময় ব্যবহৃত কমপ্যাক্ট পাউডারও কিন্তু ত্বকের বাড়তি তেল শোষণ করে নেয়। মেকআপের স্থায়িত্ব বাড়াতে ও ওজ্জ্বল্য ধরে রাখতে কাজে দেয় কমপ্যাক্ট পাউডার।
ঘামাচি প্রতিরোধ ও প্রতিকার
পাউডার ঘামাচি প্রতিরোধে সহায়তা করে। আবার ঘামাচি প্রতিকারেও কাজে দেয়। তবে এ ধরনের উপকার পেতে ঘামাচি পাউডারই যে বেছে নিতে হবে, তেমনটা কিন্তু নয়। সাধারণ পাউডার থেকেও উপকার পাবেন।
সুগন্ধি হিসেবে পাউডার
ঘাম শোষণ হয়ে গেলে ঘামের দুর্গন্ধের ঝুঁকি এমনিতেই কম যায়। তা ছাড়া কোনো কোনো পাউডারে বাড়তি সুগন্ধি উপকরণও থাকে। এগুলোও ব্যবহার করা যেতে



পারে। তবে কোনো কোনো সুগন্ধি উপকরণে কারও কারও অ্যালার্জি থাকতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো উপকরণে অ্যালার্জির উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই তা এড়িয়ে চলতে হবে।
কখন প্রয়োগ করবেন
গরম আবহাওয়ায় বা রোদে

চেয়ে এ ধরনের পাউডার বেছে নেওয়া ভালো।
অতিরিক্ত ব্যবহার ঠিক নয়
ত্বকের স্বাভাবিক তৈলাক্ত ভাব ত্বকের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। পাউডারজাতীয় কোনো প্রসাধনীই তাই খুব বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। খুব পুরু স্তর করে পাউডার লাগানোও উচিত নয়। ঘন ঘন পাউডার প্রয়োগ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার কারণে পাউডার সরে গেলে আবার পাউডার দেওয়া যাবে, তবে আগেরবার লাগানো পাউডার ধুয়ে নিয়ে কিংবা ভেজা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নেওয়ার পর।
ভেজা ত্বকে প্রয়োগ করবেন না
ভেজা ত্বকে পাউডার প্রয়োগ করলে তা জমাট বেঁধে গিয়ে লোমকূপ আটকে যেতে পারে। তাই ত্বক জলেতে ভেজা থাকলে বা যেমে থাকলে প্রথমে শুকনা কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে মুছে নিতে হবে। এরপর লাগাতে হবে পাউডার।

‘আগামী সোমবার থেকে রাজ্যের পেট্রোল পাম্পগুলিতে স্বাভাবিক হবে পেট্রোল সরবরাহ’

আগরতলা, ১২ মেঃ ত্রিপুরার গ্রামপাহাড়ে কাজের সংকট এবং রাস্তাঘুড়ে জ্বালানি তেলের সংকট নিয়ে বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সাংবাদিক সম্মেলন করে সে সেরের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র সূরত চক্রবর্তী। রবিবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সূরত চক্রবর্তী বলেন, পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে অতি বৃষ্টির কারণে হিল সেকশনে ধস নামায় রাজ্যে পেট্রোপণ্যের কিছুটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তবে রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কথা বলে সেই সমস্যা সমাধানের বন্দোবস্ত করছেন। ফলে শনিবার ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে জ্বালানি তেল নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল ওয়াগন। রবিবার এটি ধর্মনগরে এসে পৌঁছেছে। আগামী সোমবার থেকে রাজ্যের পেট্রোল পাম্পগুলিতে স্বাভাবিক হবে পেট্রোল সরবরাহ।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মানুষ অবগত, ২০১৮ সালের আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কী ধরনের সংকট রাজ্যে দিনের পর দিন চলছিল। বর্তমান সরকার আসার পর ত্রিপুরায় পেট্রোপণ্যের জন্য বাফার স্টক স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এই বাফার স্টকের কাজ সম্পন্ন হবে। সূরত চক্রবর্তী বলেন, জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করছেন, রাজ্যে কাজ নেই। এ ধরনের বক্তব্য তাঁদের মূখ থেকে সব সময় শোনা যায়। তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিপিআইএম দীর্ঘ ৩৫ বছরে ত্রিপুরায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে।

হিল সেকশনে ধস-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন এনএফ রেলের নির্মাণ শাখার জিএম সুনীল কুমারের বাতিল গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটি এবং শিলচর-নাহরলগুন-শিলচর



হাফলং (অসম), ১২ মেঃ লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের জাটিঙ্গা-লামপুরের ধস-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ শাখার জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার বা। আজ রবিবার মালিগাঁও থেকে বিশেষ ট্রেনে জাটিঙ্গা-লামপুর ধস-বিধ্বস্ত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করে রেল লাইনে উদ্ধৃত সমস্যা খতিয়ে দেখেন সুনীল বা। প্রতিদিনই রেলওয়ের কোনও না-কোনও উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা জাটিঙ্গা-লামপুরে এসে সব কিছু দেখে যাচ্ছেন।

দিবারাট্র এক করে রেল লাইন মেরামতের কাজ চালিয়ে গেলেও গত ১৫ দিন থেকে রেলপথটি বন্ধনগরে (ত্রিপুরা), ১২ মেঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রাণ হারালেন ৬৭ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ। ঘটনা সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ১১ নং ওয়ার্ডে সংঘটিত হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নাজির আহমেদ মজুমদার। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জানান, জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে অভিযুক্ত সাদেক মিয়ার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তাঁর স্বামীর। সে সময় নাকি অভিযুক্ত সাদেক মিয়ার তাঁর স্বামী (নাজির আহমেদ)এর কাছ থেকে তার চলাচলের ল্যাটিটি কেড়ে নেয় এবং

পুরোপুরি স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে যাত্রী দুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করেছে। জাটিঙ্গা-লামপুরের ধস-বিধ্বস্ত এলাকা সিংকিং এলাকা তা আগে থেকেই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের জানা ছিল। অথচ বর্ষার আগে ওই জায়গাটি মেরামত করার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি রেল কর্তৃপক্ষ, অভিযোগ রেলের অন্দর মহলে থেকেই উঠছে। গত ১৫ দিনে জাটিঙ্গা-লামপুর অংশে রেলপথ মেরামত খাতে প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে রেল চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক করে তুলতে পারেনি রেল কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া সন্ধ্যা ছয়টা

থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বাতিল করে রেলওয়ে ট্রাক মেরামতির নামে প্রতিদিনই দূরপাল্লার ট্রেনগুলির সময় বেল্টনির্ধারণ করা হচ্ছে। শুধু দিনের বেলা ট্রেন চালানো হচ্ছে। তবে দূরপাল্লার ট্রেনগুলি লামডিং-বদরপুরের মধ্যে নিউ হাফলং-বদরপুর ছাড়া আর কোনও স্টেশনে স্টপেজ না থাকায় যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যাত্রীদের অভিযোগ, রেল কর্তৃপক্ষ শুধু দিনের বেলা ট্রেন চালাচ্ছে। তা-হলে কেন প্রতিদিন পাহাড় লাইন দিয়ে দিনের বেলা পার হয়ে যাওয়া শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেসের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে, এই প্রশ্ন ভিআরএম প্রেমরঞ্জনকে করা হলে তিনি তার

কোনও সুদূরত দিতে পারেননি। আসলে পাহাড় লাইন সব সময় একাংশ টিকানার আর রেলের শীর্ষ কর্তার কাছে কামধেনু হয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই রেলের শীর্ষ আধিকারিকরা জাটিঙ্গা-লামপুর ধস-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন আর এদের পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কার্যত রেল বিভাগই পাহাড় লাইনে এই সমস্যা জিইয়ে রেখেছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি সময়সূচি ছাড়া চলাচল করায় ডিমা হাসাও, বরাক উপত্যকা সহ মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার রেল যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল ১৩ মে ১৫৬১৬ গুয়াহাটি-শিলচর ও ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা বাতিল করেছে। তাছাড়া ১৩ মে ০৫৬৩৮ শিলচর-নাহরলগুন ও ১৪ মে নাহরলগুন-শিলচর বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রা বাতিল করার পাশাপাশি ২০৫০১ আগরতলা-আনন্দবিহার তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ১৩ মে বিকাল ৬-টা ১০ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১১টা ১০ মিনিটে আগরতলা থেকে রওয়ানা দেবে। ১৪০৩৭ শিলচর নিউদিগলি পূর্বোক্ত সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস ১৪ মে সন্ধ্যা ৬-টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে শিলচর থেকে ছাড়বে।

তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। তখনই নাকি নাজির আহমেদ মাটিতে লুট পড়ে অমুগ্ধ হয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের ধারণা, বিবাদের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে স্লেদ করে অভিযুক্ত সাদেক মিয়ার বিরুদ্ধে থানায় ফকঅইহার দায়ের করা হবে বলে জানায় মৃত ব্যক্তির পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ঢাঙ্কল্য বিরাজ করেছে।

শ্রীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে

বহরমপুর, ১২ মেঃ মহিলা শ্রীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে। খবর পেয়ে সেখানে যান কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। সেখানে গিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস প্রার্থী। পুলিশের সঙ্গে বাচসার জড়িয়ে পড়তেও দেখা যায় অধীরকে। অধীরের অভিযোগ, কংগ্রেস করার অপরাধে এক মহিলার শ্রীলতাহানি করা হয়েছে। এই ঘটনার দায় তৃণমূলের ঘাড়েই চাপিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, শনিবার রাতে কিছু মদ্যপ যুবক মহিলাদের হুমকি দিয়ে বলে, কংগ্রেস করলে তাদের আবাসনে থাকতে দেওয়া হবে না। মহিলারা তার প্রতিবাদ করলে

তার মধ্যে একজনের শ্রীলতাহানির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে সেখানে রাতেই ছুটে যান অধীর চৌধুরী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশও। পুলিশের এক অফিসার নির্ধাতিতা মহিলার বয়ান নিলেও তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অধীর চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী একজন নির্ধাতিতার ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশ থাকা উচিত। কিন্তু, ওই পুলিশ অফিসার নির্ধাতিতা একা ঘরে ঢুকিয়ে বয়ান নিয়েছেন। অধীর জানান, কংগ্রেস বহরমপুর পুরসভায় থাকাকালীন কেন্দ্রীয় আসনে যোজনায় এলাকার দরিদ্র মানুষদের জন্য ১০-১২ হাজার টাকা বিনিময়ে ঘরবাড়ি দেওয়া হয়েছিল।



সুন্দরবন জেলা পুলিশের নামখানা থানার পক্ষ থেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্য জানানো হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তির কোনো ফোন আসে এবং কোনো বলা হয় যে মারন ভাইরাস করোনা ভ্যাকসিন এর জন্য আপনি কতিসিন্দ বা কো-ভ্যাক্সিন নিয়েছেন। কতিসিন্দ নিয়ে থাকলে তাহলে এক চাপুন। আপনারা এক বা দুই যাই বলুক না কেন আপনারা কোভাবে ওই ফোনে কোন বোতাম চাপবেন না। যদি আপনি বা আপনারা এইরকম অবস্থাতে কোন বোতাম চাপেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা অন্যত্র অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। এমনই এক সচেতনতা বার্তা দিলেন নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার।

নেত্র প্রিমিয়াম ফ্যানদের সাথে আপনার নিকটতম স্টোরে গ্রীষ্মকালকে টেকা দিন

কলকাতা, ১২ মেঃ নেত্র একটি প্রিমিয়াম হোম অ্যাপ্লায়েন্স ব্র্যান্ড দ্য পার্ক কলকাতায় একটি সফল লঞ্চ ইভেন্টের আয়োজন করেছে। দক্ষিণ ভারতীয় বাজারে সিলিং ফ্যানের সফল উপস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠার পর, নেত্র কলকাতা অঞ্চলে একটি ব্লিন্ড অভিজ্ঞতা প্রদান করতে প্রস্তুত। এর উন্নত রেঞ্জের সাথে, নেত্র চিরাচরিত পাখার তুলনায় ২০ বেশি এয়ার গ্রাস্ট প্রদান করে ইন্ডাস্ট্রিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। কলকাতার ইভেন্টে একটি ইমার্সিভ এক্সপিরিয়েন্স জোন ছিল যেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা প্রযুক্তি এবং ডিজাইনের নৈশিষ্ট্যগুলির সরাসরি অভিজ্ঞতা করতে পারবেন। এটি গ্রাহক, খুচরা বিক্রেতা এবং ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছে, যা নেত্র-এর জন্য একটি ভরসাদায়ক পরিস্থিতি স্থাপন করেছে কারণ এটি একটি প্রিমিয়াম হাউসহোল্ড ব্র্যান্ড হিসাবে এর অবস্থানকে অর্জিত করার লক্ষ্য রাখে। সন্ধ্যা মার্কেটিং প্রধান নেত্র (বাজার

ইলেকট্রিক্যালসের ব্র্যান্ড) জানান, ‘গ্রাহকরা ফ্যানের নিচে সব থেকে বেশি হাওয়া আশা করেন এবং পারদের মাধ্য প্রত্যাশিত বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহকরা তৎক্ষণিক এবং বহু-জন্ম জন্ম পাখা ব্যবহার করেন। নেত্র হল একটি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড, এর সমগ্র রেঞ্জ জুড়ে ২০ বেশি এয়ার গ্রাস্ট সহ অতুলনীয় পারফরমেন্স প্রদান করে। আমাদের মালিকানাধীন প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম, এরোলজি দ্বারা সমর্থিত, আমরা এই ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত। একটি মাল্টি-রিটাইল কৌশলের অংশ হিসাবে, আমরা কলকাতায় নেত্র চালু করতে পেরে গর্বিত। আমাদের লঞ্চ ইভেন্টে প্রাপ্ত ইতিবাচক গ্রহণ ভ্যাক্সের সম্ভাবনাকে আরও ঘাটতি করে। আসন্ন মাসগুলিতে, নেত্র নতুন পণ্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের সাথে ৬০টিরও বেশি শহরে প্রসারিত করতে চায়, এইভাবে নিজেদের বিচক্ষণ ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য একটি বিশ্বী প্রিমিয়াম অফারিং হিসাবে অবস্থান করে।

কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ, বনধের ডাক ব্যবসায়ী সমিতির

কোচবিহার, ১২ মে : কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনে ১৭ মে শুক্রবার কোচবিহার শহরে ২৪ ঘণ্টার ব্যবসা বনধের ডাক দিল ব্যবসায়ী সমিতি। বিষয়টি নিয়ে রবিবার সমিতির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈন জানান, তাঁরা পুরসভাকে সমস্যা সমাধানে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। কিন্তু পুরসভা কোনও সঠিক পদক্ষেপ নেয়নি। তাই তাঁরা প্রতীকী ব্যবসা বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামছেন। এরপরেও সমস্যা না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে বলে জানান তিনি।
জানা গিয়েছে, মূলত সাতটি দাবিকে সামনে রেখে এই ব্যবসা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে পৌরসভার স্থলের নাম পরিবর্তন, নতুন নির্দেশিকা প্রত্যাহার, বাজার সংস্কার, বর্ধিত ট্রেড লাইসেন্স ফি কমানো সহ প্রভৃতি রয়েছে।

কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আটক বাংলাদেশি



দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ মে : কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ধৃত এক বাংলাদেশি নাগরিক। আটক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম (৪২)। রবিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্যমতে, বাংলাদেশি নাগরিক মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করার সময় বিএসএফ জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে। তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ১৪,৫০০ ভারতীয় টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ধৃত বাংলাদেশী নাগরিকের বাজেয়াপ্ত সামগ্রী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুচবিবাড়ী থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

ময়নাগুড়ি এলাকায় মিলন পল্লীতে এক যুবকের বুলন্ত দেহ উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি ১২ মে : রবিবার, ময়নাগুড়ি নতুন বাজার মিলন পল্লী এলাকায় ২১ বছরের এক যুবকের বুলন্ত দেহ উদ্ধার। মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে জানা যায় মৃত বিক্রম বর্মন তার বাড়ি জেট গাটিকি মাথাডাঙ্গা এলাকায় বাবার নাম সুনীল বর্মন, কাজের সুবাদে ময়নাগুড়িতে কাকার কাপড়ের দোকানে থাকতো কাকার কাপড়ের দোকান ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারে। কাকার নাম শিশু রায় বর্মন। গত কয়েক বছর থেকে কাকার দোকানে এসে কাজ করতো বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। মৃত বিক্রম বর্মনের কাকা কাকের সুবাদ কলকাতায় আছে। গতকাল প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে আসে। রাতে খাবার দাবার পর ঘুমিয়ে পড়ে বিক্রম, রবিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৭টা নাগাদ বাড়ির লোক ডাকাডাকি করলেও না উঠলে তাদের সন্দেহ হয় পরে দরজা খুলে তারা দেখতে পান ঘরের প্রানেকর মধ্যে ঝুলছে বিক্রম। এ অবস্থায় তড়িঘড়ি, ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিক্রমকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে মুরগি পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও এ ব্যাপারে পরিবার এবং আত্মীয় সূত্রে জানা যায় তার থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে। কি কারণে আত্মহত্যা করল বিক্রম তা কিন্তু সকলের অজানা।

মের্ট্রোর জিএম অরেঞ্জ লাইনের ভিআইপি রোড স্টেচ পরিদর্শন করেছেন

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মে : শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, মের্ট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের ভিআইপি রোড স্টেশনের মধ্যে আগ্রা, অর্থাৎ গত ১১.০৫.২০২৪ সকালে নির্মাণাধীন সাইটে কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। শ্রী ডি.কে. শ্রীবাস্তব,পিসিই, মের্ট্রো রেলওয়ে এবং শ্রী অমিত রায়, PEDRVNL এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন। শ্রী রেড্ডি ভিআইপি রোডের র‍্যাম্প ভাউন পয়েন্ট, বক্স পাথিং লোকেশন, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) প্রাক্ষণের ভিতরে ভূগর্ভস্থ কাঁট এবং কভার অবস্থান ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন। এই টানেলের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নকালে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে নির্ধারিত কাজ শেষ করার উপর গুরুত্বোপ্ন করেন।

ক্রিকেট খেলা

১২ মে : গত কয়েক বছরে, ক্রিকেট খেলা একটি উল্লেখযোগ্য বিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা খেলাধুলার ল্যান্ডস্কেপ গঠনকারী আধুনিক ট্রেন্ড বা প্রবণতা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। আইপিএল-এর খেলা এবং বিনোদনের ধাক্কার মিশ্রণ থেকে শুরু করে মহিলাদের ক্রিকেটের উত্থান এবং তার স্থায়িত্ব, এই খেলাটি একটি সাংস্কৃতিক পাওয়ার হাউজে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু, Parimatch এর ফেস্টিভ্যাল অফ উইনংস-এর মতো উদ্যোগগুলো ফ্যানদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দিয়ে, ক্রিকেট খেলাটিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই নিবন্ধে, আমরা এই প্রবণতাগুলি এবং ক্রিকেটের ভবিষ্যতের উপর এসবের প্রভাব কেমন হতে পারে তা অন্বেষণ করব।

১.আইপিএল– ক্রিকেট উদযাপনের মাধ্যমে ভারতকে একত্রিত করা। আইপিএল ভারতে দিনে দিনে ক্রিকেট উৎসাহের সর্মাধিক হয়ে উঠেছে, প্রায়শই এটিকে একটি উৎসব হিসাবে বিবেচনা করা হয় উল্লেখ্য করা হয় যা দেশকে একত্রিত করে। এই লিগটি একটি নিছক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার তকমা অতিক্রম করেছে, যা ক্রিকেট, বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক উদযাপনের এক মিশ্রন প্রদান করে থাকে। বলিউড তারকাদের সমর্থিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সারা দেশে স্টেডিয়ামের আশেপাশের বিদ্যমান থাকা অতি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ,

সিকিউরিটিজ মার্কেট থেকে ভারানিয়াম ক্লাউডকে নিষিদ্ধ করল সেবি

১২ মে : সেবি বলেছে যে সাবেলে বিনিয়োগকারীদের একটি ধারণা দেওয়ার জন্য সর্বজনীন ঘোষণা করেছে যে ভারানিয়াম একটি শীর্ষস্থানীয় আইটি পরিষেবা প্রদানকারী যা গ্রিনক্লিড এলাকায় প্রবেশ করেছে। সেবি ভারানিয়াম ক্লাউড, এর প্রবর্তক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হর্ষবর্নন হনমন্ত সাবেলকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সিকিউরিটিজ মার্কেট থেকে নিষিদ্ধ করেছে আইপিও আয়ের অপব্যবহার এবং কাল্পনিক বিক্রয় এবং কেনাকাটা রেকর্ড করে কোম্পানির আর্থিক বিবৃতিতে হেরফের করার জন্য।

এছাড়াও, নিয়ন্ত্রক সাবেলকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো তালিকাভুক্ত কোম্পানি, কোনো সেবি-নিবদ্ধিত মধ্যস্থতাকারী জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চায় এমন কোনো কোম্পানির পরিচালক বা প্রধান ব্যবস্থাপক কর্মী হিসেবে কাজ করা থেকে বিরত রেখেছে। সেবি বলেছে, বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রাথমিকভাবে লঙ্ঘনের সূত্রপাতের মূল রয়েছে ভারানিয়ামের এসএমই আইপিওতে, যা বোনাস ইস্যু এবং স্টক বিভক্তির মাধ্যমে রাইট ইস্যু অনুসরণ করে অব্যাহত ছিল। প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে যে আইপিও এবং পরবর্তী রাইট ইস্যুর মাধ্যমে উত্থাপিত অর্থ অফার নথিতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি। পরিবর্তে, প্রবর্তক আইপিও তহবিলের একটি



সাবেলে সন্দেহজনক লেনদেনের একটি জটিল ওয়েব যোরালেন এবং এমন একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করলেন যা কোম্পানির মৌলিক বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে না। আরও, সেবি উল্লেখ করেছে যে কোম্পানী জনসাধারণের ঘোষণা করেছে যাতে বিনিয়োগকারীদের একটি ধারণা দেওয়া হয় যে ভারানিয়ামের একটি শীর্ষস্থানীয় আইটি পরিষেবা প্রদানকারী যা গ্রিনক্লিড এলাকায় প্রবেশ করেছে। এই ধরনের একটি চিত্র উপস্থাপনের প্রচেষ্টায়, ভারানিয়ামের এবং এর প্রবর্তক লেনদেনে প্রবেশ করেছে যা শুধুমাত্র কাগজে দেখা যাচ্ছে এবং কোম্পানির দাবি অনুযায়ী কিছুই ঘটছে না।ইভেন্টের সমগ্র ক্রমানুসারে এবং প্রচারকারী (সাবেলে) দ্বারা

প্রত্যেকের জীবনের প্রথম গাইড, দার্শনিক, পরামর্শদাতা এবং বন্ধু হল ’মা’

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মে : প্রত্যেকের জীবনের প্রথম গাইড, দার্শনিক, পরামর্শদাতা এবং বন্ধু হল ’মা’। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আলাদা আলাদা ভাবে ডাকা হলেও প্রত্যেকে সন্তানের কাছে মা হল অমূল্য সম্পদ। প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার ভারতে পালিত হয় মাতৃ দিবস। গত তিন বছর থেকে অভিনব ভাবে মাতৃ দিবস পালন করে আসছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া বটলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়।গত কয়েক বছরের মতো এবারও মাতৃ দিবসে মা পুজোর আয়োজন করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসে বিদ্যালয় প্রাদ্ধে অনুষ্ঠিত হল ’মা পুজো’। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এদিন শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে নিজের মায়ের পুজো করে । প্রথমে জল দিয়ে মায়ের পা ধুয়ে দেয় পড়ুয়ারা, এরপর হাতজোড় করে মায়ের কাছে শপথ বাক্য পাঠ করে

আজ চতুর্থ দফার নির্বাচনে ৭৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে

আজ চতুর্থ দফার নির্বাচনে ৭৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে। এদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ১৬ জন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থী রয়েছেন বরমপুরে ১৫ জন। সাত জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব এবং আসানসোলা। এদিকে গত তিন দফা নির্বাচনের মত নির্বিঘ্ন ও রক্তপাতহীন চতুর্থ দফার ভোট কর্তহে নির্বাচন কমিশন করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। এই ১৬৬ কোম্পানী। এর মধ্যে বুথের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হচ্ছে ৫৭৯

কোম্পানী। বাকি কম্পানি রাখা হবে স্টুং রুম সেক্টর অফিসে। এরমধ্যে পূর্ব বর্ধমান এই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাহিনী থাকছে মোট ১৫২ কোম্পানি। এরপরেই রয়েছে বীরভূম। সেখানে মোতায়েন করা হচ্ছে ১৩১ কোম্পানী। এর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকারী রাখা থাকবে ৬৩ হাজারের বেশি। কুইক রেসপন্স টিম এর সংখ্যা ১৪৮। প্রয়োজনে তা বাড়ানো হতে পারে বলে মুখ্য নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। কোন আশুচির বা গণ্ডগোলের ঘটনা র চটজলদি সামাল দিতে জিপিএস এর মাধ্যমে

পাবলিক ঘোষণার মাধ্যমে নির্মিত বিবরণে, একটি ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয়েছিল যা বিপুল সংখ্যক খুচরা বিনিয়োগকারীকে স্টক কেনার জন্য প্ররোচিত করেছে। এটি প্রবর্তক সংস্থাগুলিকে কোম্পানী থেকে প্রস্থান করার এবং নির্দেশ্য বিনিয়োগকারীদের খরচে তাদের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার একটি সুযোগ উপস্থাপন করেছে। সাবেলে যে লাভ করেছে তা সম্পৃক্তভাবে এই ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণার পিছনে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে দেখায়। খুচরা বিনিয়োগকারীদের এসএমই সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করার সময় নির্দিষ্ট স্তরের যথাযথ অধ্যবসায় অনুশীলন করতে হবে এবং আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণীয় রিটার্নের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না যা দ্রুত তাদের পথে আসতে পারে, সেবির এক সদস্য বলেছেন। এই কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে, সেবি ভারানিয়ামে প্রভারণামূলক এবং অন্যায় বাণিজ্য অনুশীলনের নিষেধাজ্ঞার বিধান লঙ্ঘন করেছে। এনএসই-এর এসএমই প্র্যাকটিক, ইমার্জ লিটেড কোম্পানি ভারানিয়াম ক্লাউড লিমিটেড দ্বারা প্রকাশিত আর্থিক বিবৃতি এবং অপারেট টে ঘোষণা সম্পর্কে কিছু অভিযোগ উদ্বেগ প্রকাশ করার পরে এই আদেশটি এসেছে। তারপরে, নিয়ন্ত্রক সেবির নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য বিষয়টি পরীক্ষা করে। সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৪ সময়ের জন্য সেবি দ্বারা কভার করা হয়।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানে আগুন

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মে : ১২ নম্বর ওর্গার্ডের ঋষি অরবিন্দ বাই লেনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানে আগুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য। রাত ১০টার দিকে রাস্তা দিয়ে ওর্গার্ডের এক বাসিন্দা প্রথম আগুন দেখতে পেয়ে কাউন্সিলর বাসুদেব ঘোষকে খবর দেন। এরপর আশপাশ থেকে সকলে ছুটে আসেন। সেই মুহূর্তে প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে আগুন আয়তে আনতে সাময়িক কষ্ট পেতে হয় দমকল কর্মীদের।বাসুবাবু জানান সম্ভবত ইনভাইট এর ব্যাটারি সট হয়ে যাবার ফলে আগুন লাগে।দমকল খুব তাড়াতাড়ি চলে আসায় ক্ষয়ক্ষতি বড় হয়নি।

তীব্র গরমে মানুষের মতো জেরবার পাখিরাও

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মে : তীব্র গরমে মানুষের মতো জেরবার পাখিরাও।এই গরমে তারা যেন একটু স্বস্তি পায়,সে জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ির স্প্রেড স্মাইল ওয়েল ফেয়ার অরগানাই জেশন। পাখিদের পাশে দাঁড়িছেন সংস্থার সদস্য সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।তীব্র গরমের জন্য কোথাও কোথাও দেখা গিয়েছে ছাদে রাখা হয়েছে পাখিদের স্নানের জন্য বড় পাত্রে জল,আবার কোথাও পাখিদের বিশ্রামের জন্য তৈরি কর হয়েছে কৃত্রিম বাসা।সেই সন্ধে জামলার গ্রিল থেকে শুরু করে ব্যালকনিতে রাখা হয়েছে মাটির জলের পাত্র। ঠান্ডা ফলও দিতেও দেখা গিয়েছে অনেকে।এবার গাছে জলের পাত্র রেখে এই রকমইউদ্যোগ নিল স্প্রেড স্মাইল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন সদস্যরা। শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী এলাকায় গাছে গাছে জলের পাত্র পাখীদের জন্য রাখলো তারা।সংস্থার সভাপতি রাজু পাল জানান,পাখীরা গাছেই থাকে সে করানো গাছেই তাদের জলের ব্যবস্থা করলাম।

জাতীয় সড়ক থেকে উল্টে পড়লো চার চাকা গাড়ি

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার,১২ মে : ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে যাত্রীসহ নয়নজলিতে উল্টে পড়লো একটি চার চাকা গাড়ি। দুর্ঘটনায় চালকসহ আহত চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের রাজারহাট থেলার মাঠ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুন্ডিবাড়ির দিক থেকে কোচবিহারের দিকে আসার সময় একটি alto car নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ন জলিতে উল্টে যায়। ঘটনায় সেই গাড়িতে থাকা একটি শিশুসহ চার জন আহত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শিলিগুড়িতে ঝোড়ো হাওয়ার সাথে শুরু হয় বৃষ্টিপাত

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মে : তীব্র গরমের পর গতকাল রাতে শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়ার সাথে শুরু হয় বৃষ্টিপাত তাতেই স্টেশন ফিয়ার রোডে ভেঙে পরল একটি গাছ। জানা গেছে গতকাল রাত প্রায় সাড়ে এগারোট্টা নাগাদ হঠাৎ করেই শিলিগুড়ি শহরে প্রবল বৃষ্টির সাথে শুরু হয় বৃষ্টিপাত। শিলিগুড়ি এসএফ রোডে একটি পুরনো গাছ সেই হাওয়ায় ভেঙে পড়ে যদিও বা রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকায় কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটে নি। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী বহুদিন ধরেই গাছটি রুগ্ন অবস্থায় থাকার দরুন। এই ঝড়ো হওয়ার দাপট সহ্য করতে পারিনি বলেই ভেঙে পড়ে বলে তাদের অনুমান। অন্যদিকে প্রায় গোটা রাত্রি ধরে চলে প্রবল বৃষ্টিপাত সকাল হতেই পুরসভার কর্মীরা গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

শ্রীলতাহানির শিকার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী

উদয়পুর, ১২ মে : তৃতীয় শ্রেণি পড়ুয়া ১০ বছর বয়সি এক ছাত্রীকে শ্রীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনা গোমতি জেলার কাঁকড়াবন থানার অধীন কিশোরগঞ্জ গ্রামের। জানা গিয়েছে, স্থল থেকে বাসি ফেরার পথে নির্জন রাস্তায় পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সফিক মিঞা নামের ৫৭ বছর বয়সি এক ব্যক্তি। তখন বিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রীকে বাপটে ধরে রাস্তায়। ছাত্রীটি বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা তার মা-বাবাকে জানায়। পরে গোটা ঘটনাটি জানিয়ে লিখিতভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন মেয়েটির বাবা। কাঁকড়াবন থানার ওসি প্রেফতার করেন সফিক মিঞাকে।

চিতা বাঘের খোঁজে চা বাগানে ট্রাপ ক্যামেরা লাগালো বন দফতর



দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মে : চিতা বাঘের খোঁজে চা বাগানে ট্রাপ ক্যামেরা লাগালো বন দফতর, ড্রোন ক্যামেরায় চলল তল্লাশি। চিতা বাঘের আতঙ্ক ঘুম উড়েছে বানারহাট ব্লকের লক্ষীপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের। এবার চিতাবাঘের খোঁজে বানারহাটের লক্ষীপাড়া চা বাগানে লাগানো হল ট্রাপ ক্যামেরা, পাশাপাশি উড়ানো হল ড্রোন। চা - শ্রমিকদের মধ্যে জাকিয়ে ওয়ইল্ডলাইফ স্কোয়াডের পক্ষ থেকে করা হল সচেতনতা শিবির। পাশাপাশি চা - বাগানের ঘুরে বেড়ানো চিতা বাঘগুলিকে চিহ্নিত করতে ওড়ানো হল ড্রোন, সেই সাথে বাগানের বি বি সেকশনে ট্রাপ ক্যামেরা লাগালো বন দফতর। বাগান কর্তৃপক্ষ জানানেন, এদিন চা - বাগানের বি বি ৬ এল্লটেনশন এবং বি বি ১৪ নম্বর সেকশনে দেখা গিয়েছে দুটি পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ, চা - বাগানের বি বি ৩ ডি সেকশনে একটি চিতা বাঘের শাবক কে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে।পাশাপাশি বাগানের ৫ নং সেকশনে একটি চিতা বাঘকে দেখে গিয়েছে বলে শ্রমিকরা দাবি করেছে। বাগানের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাওয়া চিতা বাঘগুলি একটি চিতা বাঘ নাকি ঘুরে বেড়ানো চিতা বাঘের সংখ্যা অনেক বেশি - তা নিশ্চিত করতে বন দফতরের পক্ষ থেকে ট্রাপ ক্যামেরা পাতা হয়। এই ক্যামেরায় চিতা বাঘের ছবি ধরা পড়লে তা বিশ্লেষণ করে চিতা বাঘের সংখ্যা এবং তাদের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে জানা যাবে। বন দফতরের পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে খাঁচা পাতা হয়েছে। এবার আতঙ্ক দূর করতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করল বনদফতর। তবে এখন দেখার কাজে চিতাবাঘ খাঁচা বন্দী হয় এবং কবে আতঙ্ক মুক্ত হয়. লক্ষীপাড়া চা বাগান।

হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া ৪০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার



দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মে : হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া ৪০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে আসল মালিকদের হাতে তুলে দিল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মোবাইল ফোনগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। হারানো মোবাইল ফোনগুলো ফিরে পেয়ে খুব খুশি জলপাইগুড়ি়ালি বিভিন্ন প্রান্তরে বাসিন্দারা। জানা গেছে বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে পাশাপাশি হাটে বাজারে বিভিন্ন সময়ে চুরি হয়ে গিয়েছিল মোবাইল ফোনগুলো। কারও মোবাইল আবার হারিয়ে গিয়েছিল। অনেকেই সেই ফোন ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই জেলা পুলিশের কাছ থেকে সেই হারানো মোবাইল হারানো পেয়ে আনন্দিত তারা। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলো আসল মালিকদের হাতে তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার খান্ডাবাহালে উমেশ গণপত সহ অন্যান্য অধিকারিকরা। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফেরত পেয়ে খুশি বাসিন্দারা।

দশ চাকা গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর যখম এক যুবক

দূরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১২ মে : উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত ১৩নাম্বার ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনোজ দাস গত ১১,০৪,২০২৪ তারিখে কর্মসূত্রে ইটহার থেকে ফেরার পথে ন্যাশনালে দশ চাকা গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর যখম হয়ে মাথা সহকারে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হয়েছে। সেই অবস্থায় তাকে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বাইরে ফেরান করে। সাথে সাথে এম্বুলেন্স করে শিলিগুড়ি মাটিগাড়া এভোলন বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। আজ অর্থাৎ শনিবার ১০,০৫,২০২৪ এখানো পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি রয়েছে। সুস্থ হতে এখানো অনেক টাকার প্রয়োজন, পরিবারের লোকের কাছে যা অর্থ বল ছিল তাদের অর্থ বল দিয়েও এখনো পর্যন্ত সুস্থ করতে পারেনি। তার সহ-ধর্মিনী সহ একটি ৯ বছরের ছেলে এবং একটি ৪ বছরের মেয়ের পাশাপাশি তার বৃদ্ধ মা বাবা রয়েছে।

২ কোটি টাকা লুটের অভিযোগে প্রেফতার দুই সাইবার অপরাধী



গুয়াহাটি, ১২ মে : গুয়াহাটিতে ২ কোটি টাকার প্রভারণার অভিযোগে মহানগর পুলিশ প্রেফতার করেছে দুই সাইবার অপরাধীকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে গত এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্নজনের কাছ থেকে দুই কোটি টাকা লুট করার অভিযোগ রয়েছে। প্রেফতারকৃতদের গুয়াহাটি মহনগরের ফাঁটশিল এলাকার পাপু দাস এবং সোনোপরের নিজাম আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিকে টার্গেট করে প্রভারণার কার্যক্রম চালাচ্ছে। সাইবার অপরাধীরা ভুক্তভোগীদের ব্যাংকিং তথ্য পর্যালোচনা বিভিন্ন সময় ফোন কল এবং ট্যাক্সট ম্যাসেজের মতো কৌশল ব্যবহার করে। পরবর্তীতে তারা ওই সব অ্যাকাউন্টগুলি থেকে মোটী অঙ্কের অর্থ লুট করে। এভাবে গত এক সপ্তাহের মধ্যে এরা মোট দুই কোটি টাকা লুট করেছে, জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

চোট পেলেন বাংলাদেশের পেসার তালকিন

ঢাকা, ১২ মেঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে হঠাৎ সময়্যর বাংলাদেশ। জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পঞ্চম ম্যাচের আগে চোট তাসকিন আহমেদের। সিরিজের শেষ ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন না তিনি। ম্যাচ শুরুর আগে অনুশীলনের সময় চোট পেয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তাসকিনের পেশিতে চোট লেগেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান চিকিৎসক দেবশীষ চৌধুরী ওই সংবাদমাধ্যমকে বলেন, জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে তাসকিনের পেশিতে চোট লেগেছে। তবে চোট কতটা গুরুতর, তা এখনও জানা যায়নি। গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপ থেকেই কাঁধের চোট ভোগাছিল তাসকিনকে। বিশ্বকাপের বেশ কয়েকটি ম্যাচে চোট নিয়েই খেলেছিলেন তিনি। বিশ্বকাপ শেষে প্রায় আড়াই মাস বিশ্রাম নিয়েছিলেন, রিহাব করছিলেন। সেই কারণেই ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ড সিরিজ এবং নিউ জিল্যান্ড সফরে খেলতে যাননি তিনি। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে



মাঠে ফেরেন তাসকিন। তার পর থেকে নিয়মিত খেলছেন। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা সিরিজের পর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও খেলেছেন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম চারটি ম্যাচ খেলেছেন। ৪ ম্যাচ খেলে ৮ উইকেট নেওয়া তাসকিনই সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। সিরিজ সেরাও হয়েছেন তিনি। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাঁর চোট চিন্তায় রাখবে বাংলাদেশকে।

টেনিস দুনিয়ায় সুখবর, ফরাসি ওপেনে সম্ভবত নামতে চলেছেন নাদাল

রোম, ১২ মেঃ প্যারিসে গিয়ে আইফেল টাওয়ার না দেখা আর ফরাসি ওপেনে রাকফ্যেল নাদালের না খেলা প্রায় একই ব্যাপার। সেই ২০০৫ থেকে শুরু করেছেন তিনি। আজ ২০২৪ সাল। দুই দশক পার হতে যায়। অথচ এখনও স্পেনীয় কিংবদন্তীকে রোঁরা গারোর লালমাটিতে দেখতে পাওয়ার প্রশ্নে মুখিয়ে আছে তামাম টেনিসদুনিয়া। অবশেষে তাঁদের জন্য খানিক সুখবর। খেলবেন কিনা চূড়ান্তভাবে না জানালেও, নাদাল বললেন তিনি ফরাসি ওপেনে নামার জন্য মানসিকভাবে তৈরি। এই মুহূর্তে রোম ওপেনে খেলছেন নাদাল। বস্তুত, খেলছেন নয়, খেলছিলেন, গতকালই দ্বিতীয় রাউন্ডে পোল্যান্ডের ছোট হারকাৎজের কাছে ৬-১, ৬-৩ হারে ছিটকে গিয়েছেন তিনি। এদিকে মাত্র আট দিন পরে, ২০ মে থেকে শুরু হচ্ছে ফরাসি ওপেন। হাইড্রোস্টেজ গ্র্যান্ড স্ল্যামে নামার এক সপ্তাহ আগে এরকমভাবে ছিটকে গিয়েও দমছেন না নাদাল। ম্যাচ শেষে বলেন, “অনেক কিছু নিয়েই দ্বিধা আছি। গত দু’বছর ধরে যে খেলাটা খেলতে চাইছি, সেটা পারছি না।” কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের ভিড় ছিল রোঁরা গারো নিগ্নেই। নাদাল আর তাঁর ইচ্ছের কথা গোপন করেননি। ইতালীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, নাদাল স্পষ্ট বলেছেন, “সেদুন, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।

হয়ত বলা যায়, আমি তৈরি নই, খেলব না এভাবে বা বলা যায়, আমি তৈরি না থাকলেও চেষ্টা চালিয়ে যাই। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কোনদিকে ঝুঁকি আছি, আমি বলব আমি খেলতে চাই, আরও একবার নিজের সেরাটা দিতে চাই।” চোট আঘাতে গত কয়েক বছর ধরেই জর্জরিত নাদাল। রোম ওপেন আগেও তিনি বারদশেক জিতেছেন। সম্ভবত এবারেই তিনি শেষ বারের মতো রোম খেলে ফেলবেন। সেই নিয়েও জল্পনা খানিক জিয়ে রাখলেন নাদাল। কিন্তু চোট আঘাতের সঙ্গে বললেন, “ফিটনেসের কিছু তো সমস্যা রয়েছে।” কিন্তু আমার টেনিস কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে আমি খেলব না, এতটা বলার মত বড়সড় সেগুলো নয় বোধহয়।” বাইশটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক রাকফ্যেল নাদাল স্রেফ ফরাসি ওপেন জিতেছেন চ্যোদবার। যা টেনিস ইতিহাসে অন্যতম রেকর্ড। এককালে নাদাল-ফেডেরার লড়াই দেখার জন্য মুখিয়ে থাকত টেনিস দুনিয়া। নোভাক জকেভিচের আগমনে সেটা ত্রিমুখী লড়াইয়ের রূপ নেয়। আপাতত ফেডেরার অবসর নিয়েছেন। নোভাক ও নাদালই লড়াইটা জিয়ে রেখেছেন। ফরাসি ওপেনে নাদাল জিততে পারলে ইতিহাস এলোমেলো হয়ে যাবে এবার। টেনিসশ্রেণীদে অতুল প্রাধান্য, যেন এবারের ফরাসি ওপেনে দেখা যায় নাদালকে।

ধরাশায়ী রাজস্থান, বাড়ল অপেক্ষা ৫ উইকেটে জিতে প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখল চেন্নাই

চেন্নাই, ১২ মেঃ ঘরের মাঠে এ বারের আইপিএলের শেষ ম্যাচে রাজস্থানকে হারিয়ে দিল চেন্নাই। জিতল ৫ উইকেটে। টসে জিতেও রাজস্থানকে অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেল। প্রথমে ব্যাট রাজস্থান তোলে মাত্র ১৪১/৫। সময় লাগলেও সেই রান তাদা

তোলার গতি কর্মেনি। প্রতি ওভারে ১০-এর বেশি রান উঠতে থাকে। দেখে মনে হচ্ছিল, চেন্নাই আলাদা পিচে ব্যাট করতে নেমেছে। বল ধীরে এলেও শট খেলতে অসুবিধা হচ্ছিল না চেন্নাই ব্যাটারদের। রাজস্থানকে দ্বিতীয় সাফল্য এনে দেন আর এক স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। ফেরান ডারিল মিচেলকে



করতে চেন্নাইয়ের কোনও অসুবিধা হয়নি। জিতে প্লে-অফের দৌড়ে থাকল চেন্নাই। ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা উঠে এল তিন নম্বরে। অন্য দিকে, রাজস্থানকে প্লে-অফ নিশ্চিত করার জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে। রাজস্থানকে ১৪২ রান তাদা করতে নেমে শুকরা ভালই করেছিল চেন্নাই। ট্রেট বোর্ডের প্রথম ওভারে চার রান উঠলেও পরের দু’টি ওভারে ১২ রান করে ওঠে। বেকায়দায় পড়ে স্পিনার নিয়ে আসেন সঞ্জু স্যামসন। এসেই রাচিন রবীন্দ্রকে (২৭) তুলে নেন অশ্বিন। তাতে অবশ্য চেন্নাইয়ের রান

(২২)। তবে শান্ত হয়ে খেলছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড। আদর্শ অধিনায়কের মতোই পিচের চরিত্র বুঝে শট খেলছিলেন। কোনও রকম ভাড়াখড়ের রাস্তায় হাট্টেনি। তাতে রানের থেকে বলের সংখ্যা বেড়ে গেলেও যাবতানি। তবে ১৬তম ওভারে বিতর্ক হয়। রবীন্দ্র জাডেজা দু’রান নিতে ছুটেছিলেন। কিন্তু এক রান নেওয়ার পরেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন রুতুরাজ। থার্ড ম্যান থেকে ছোঁড়া বল আসে সঞ্জুর হাতে। তিনি উস্টো দিকের উইকেটে ছুড়তে যান। তবে জাডেজা উইকেট আড়াল করে ছোট্টার কারণে সঞ্জুর ছোড়া বল লাগে জাডেজার গায়ের। ‘অবস্ট্রাঙ্টিং



ম্যাচের আগে পিচ পরীক্ষা করতে গিয়ে পমি এমবাসোয়া জানিয়েছিলেন, এই পিচে গড়ে ১৮৩ রান উঠলেও দিনের ম্যাচে রান কম হয়েছে। বাস্তবে সেটাই দেখা গেল। পিচে ঘাস ছিল না। বল আসছিল খেমে খেমে। সাহায্য পেলেন চেন্নাইয়ের পেসার, স্পিনারেরা। রাজস্থানের দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং জস বাটলার মারকুটে বলে পরিচিত। তবে চেন্নাইয়ের বোলারদের শুরু থেকে চাপে রাখতে পারলেন না। তুম্বার দেশপান্ডের প্রথম ওভারে ওঠে মাত্র তিন রান। পরের ওভারে ৪। তৃতীয়

তার আক্রমণাত্মক মানসিকতার সঙ্গে মোলানোই যায় না। এমনকি সঞ্জু স্যামসন বা রিয়ান পরাগ নেমেও রান করতে সময়্যর পড়েন। ১০ ওভারের পর রাজস্থান তোলে মাত্র ৬১। ওভার প্রতি ছয়। এ বারের আইপিএলে যে গতিতে রান উঠছে, তার তুলনায় এটি ছিল বেশ কম। প্রত্যেক ব্যাটারকেই দেখে বোঝা গিয়েছে রান তুলতে কতটা কষ্ট হয়েছে। শট খেলা মোটেই সোজা ছিল না এই পিচে। শেষ দিকে পরাগের (অপরাজিত ৪৭) সৌজন্যে ডেভদোষ কাছাকাছি পৌঁছয় রাজস্থান। তবে জেতার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

রোনাল্ডোকে ট্রফিশূন্য রাখল আল হিলাল, মেয়েকে নিয়ে নেইমারের উদ্যাপন



রিয়ান, ১২ মেঃ এবারও সৌদি প্রো লিগ জেতা হলো না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। গতকাল রাতে পয়েন্ট তালিকার সবচেয়ে নিচের দল আল হাজমকে ৪-১ গোলে হারিয়ে ৩ ম্যাচ হাতে রেখেই শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলেছে নেইমারের দল আল হিলাল। নেইমার অবশ্য আল হিলালের হয়ে এ ম্যাচে খেলেননি। চোটের কারণে গত বছরের অক্টোবর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন জেদালিয়ান তারকা। তবে মেয়েকে নিয়ে

নেইমারের শিরোপা জয় উদ্যাপনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করেছে আল হিলাল। সৌদি প্রো লিগে আল হিলাল শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে চলতি মরসুমে এখন পর্যন্ত অপরাধিত থেকে। ৩১ ম্যাচের একটিতেও হারেনি তাঁরা। ২৯ জয় আর ২ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৮৯। সমান ম্যাচে আল নাসরের পয়েন্ট ৭৭। ২৫টি জয়, ২ ড্র আর ৪ হার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আল হিলাল। ৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা রোনাল্ডোকে আরও একটি হতাশা আল হিলাল ‘উপহার’ দিতে পারে ৩১ মে। সেদিন কিংস কাপের ফাইনালে জেদালিয়ান আল নাসরের মুখোমুখি হবে তারা।

‘ওদের টাকা কেটে নেওয়া উচিত’ ফ্লোভে ফেটে পড়লেন সুনীল গাভাসকর

মুম্বই, ১২ মেঃ নিজের দেশের হয়ে খেলা আগে নাকি আইপিএলে খেলা? ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্রতি মরসুমে একটা সময় এই নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। ১৭তম আইপিএলে হঠাৎ এই বিষয় নিয়ে কেন আলোচনা? আইপিএল শেষ হতে লেগেছে। তারপরই রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইপিএল শেষ হওয়ার আগে ইসিবি ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনের জন্য। আর এখানেই আপসিট তুলেছেন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। সানির মতে, ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পুরো টুর্নামেন্টে যদি খেলতে না-ই পারেন, তা হলে মরসুম শুরুর আগে কেন জানাননি। তাঁদের বিরুদ্ধে বিসিসিআইকে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন সানি। মিড ডে-র এক কলামে সুনীল গাভাসকর লিখেছেন, যে ক্রিকেটাররা আইপিএলের পুরো মরসুমে খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অথচ না খেলেই দেশে ফিরে যাওয়ার কথা তুলছেন, তাঁদের আইপিএলের পুরো কি দেওয়া উচিত নয়।

গাভাসকর লেখেন, ‘যে ক্রিকেটাররা দেশের হয়ে খেলার জন্য অন্য কিছুকে গুরুত্ব দেয় না, আমি তাদের পাশে আছি। কিন্তু যারা তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে পুরো মরসুম খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর তা পূরণ না করেই সরে দাঁড়াচ্ছে, তারা ঠিক করছে না।



ওদের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে ভুগতে হচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর উচিত ক্রিকেটারকে যে অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল, তার থেকে কিছুটা কেটে নেওয়া। প্রত্যেক দেশের ক্রিকেট বোর্ড তাদের ক্রিকেটাররা আইপিএলে খেলে ১০ শতাংশ টাকা পায়। যে বোর্ড তাদের সিদ্ধান্ত বদল করবে তাদের

১০ শতাংশ কমিশন পায় না। বিসিসিআই এত সুযোগ সুবিধা দেয়। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পাচ্ছে না। কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, যে টিমগুলো প্লে অফের যোগ্যতা অর্জন করেছে, সেই টিমে থাকা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের জন্য ইসিবির সঙ্গে আলোচনা করছে বিসিসিআই।

রঞ্জি ট্রফি দুই ধাপে? ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে বড় রদবদলের আভাস

মুম্বই, ১২ মেঃ আইপিএল শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারপর টি২০ বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়েও জোরকদমে পরিকল্পনা চালাচ্ছে বিসিসিআই। বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফি দুই ধাপে আয়োজন

ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রস্তাব এসেছে। যা নিয়ে আলোচনা হবে বোর্ডের আপেক্ষ কাউন্সিলে। সূত্রের খবর, সেন্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের প্রথমই শুরু হতে পারে রঞ্জি ট্রফি। প্রথম পাঁচটি রাউন্ডের খেলার পর সীমিত

কোচেরাও সরব হন। এমনকী বাংলাকে বেশ কয়েকটি ম্যাচে ভুগতে হয়েছে, কুয়াশা, আলো কম আসা বা বৃষ্টির কারণে। ‘কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, যে টিমগুলো প্লে অফের যোগ্যতা অর্জন করেছে, সেই টিমে থাকা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের জন্য ইসিবির সঙ্গে আলোচনা করছে বিসিসিআই।



করতে চাইছে বলে দাবি করা হয়েছে। ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে। তার পিছনে রয়েছে সঙ্গত কারণ। ভারতে ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচিতে এবার বড় ধরনের রদবদল হতে পারে বলে বোর্ডসূত্রে খবর। উত্তর ভারতে কুয়াশার কারণে রঞ্জি ম্যাচ আয়োজন নিয়ে সমস্যা হয়। দেশের অন্য প্রান্তেও সেটা হয়, তবে বেশি হয় উত্তর ভারতেই। ম্যাচের ফলাফলে আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর লক্ষ্যেই নতুন করে ভাবনাচিন্তা বোর্ডের।

ওভারের টুর্নামেন্ট রাখা হচ্ছে। প্রথমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি, তারপর হলে বিভাজ হাজারের ট্রফি। এরপর রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে। যেখানে গ্রুপ পর্বের তিন রাউন্ডের খেলার পর হবে নক আউট পর্বের খেলাগুলি। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ মরসুমের রঞ্জি ট্রফি আরম্ভ হয়েছিল জানুয়ারির প্রথমে। খারাপ আবহাওয়ার প্রভাব পড়ে অনেক ম্যাচেই। কুয়াশার কারণে ম্যাচে বিজট ঘটায় অসন্তোষ ছড়ায় অনেক দলের মধ্যে। অধিনায়ক,

মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন সুয়ারেজ, ২ গোলে পিছিয়ে পড়েও মায়ামির জয়

সেই বিরল ম্যাচগুলির একটি, যেখানে লিওনেল মেসি গোল করতে পারলেন না কিংবা গোলে রাখতে পারলেন না উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান। তবে ইস্টার মায়ামিকে সেজন্য ধুঁকতে হলো না খুব একটা। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ জিতে ধরে রাখল তারা শীর্ষস্থান।

ফ্লোরিডা, ১২ মেঃ লিওনেল মেসি পুরো ৯০ মিনিটই খেলেছেন। কিন্তু না পেয়েছেন কোনো গোল, না করেছেন কোনো অ্যাসিস্ট। তাতে কী, ইস্টার মায়ামির একজন লুইস সুয়ারেজ আছেন না! তিনি তো গোল পেয়েছেন। মেজর লিগ সকারে আজ মন্ট্রিয়ালের বিপক্ষে গোল করে এই প্রতিযোগিতায় চলতি মরসুমে মেসিকে গোলে ছাড়িয়ে গেছেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার। সুয়ারেজের মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিনে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও মন্ট্রিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচটি ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে ইস্টার মায়ামি। ফ্লোরিডার দলটির পক্ষে সুয়ারেজের আগে ও পরে একটি করে গোল করেছেন মতিয়াস রোহাস ও বেগুনিম ক্রিমালি। চলতি মরসুমে ধীরগতিতে শুরুটা নেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে মায়ামি। মেজর লিগ সকারের আগের ম্যাচেও নিউইয়র্ক রেড



বুলসের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ে জিতেছিল মিনিটের মধ্যে ২-০তে পিছিয়ে পড়েন মেসি-তারা। সেই ম্যাচে ১ গোলে পিছিয়ে পড়ে সুয়ারেজরা। পিছিয়ে পড়ার পরই যেন ভয়ংকর জিতেছিল তারা ৬-২ ব্যবধানে। আজ ৬২

করতে থাকে মন্ট্রিয়ালের রক্ষণে। অবশেষে কাল্পিত গোল তারা পায় ৪৪ মিনিটে। বজের অনেক বাইরে থেকে বাঁ পায়ের ক্রিক থেকে গোলটি করেন রোহাস। সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন মেসি। এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেন সুয়ারেজ। এবারের মেজর লিগ সকারে এটি তাঁর ১১তম গোল, যা মেসির চেয়ে একটি বেশি। মেসিকে ছাড়িয়ে এখন পর্যন্ত এবারের মেজর লিগ সকারে সর্বোচ্চ গোলদাতা সুয়ারেজ। উরুগুয়ে স্ট্রাইকারের মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়া গোলের পর ৫৯ মিনিটে মায়ামিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন ক্রিমালি। এই জয়ে ১৩ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে আছে মায়ামি। ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন দুই কনফারেন্স মিলিয়েও শীর্ষে মেসি-সুয়ারেজদের দল।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • বর্ষ সংখ্যা • ১ মে ২০২৪

ঘুম

- স্নান করার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার পাঁচটি মর্দ
- স্নান করার বন্ধন প্যাঁকিয়াস
- রোবট প্রযুক্তিতে নী আত বিপ রিয়েলসমেন্ট
- নির্বৃত টেট যাত্রা
- হার্ট অ্যাটাক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ
- মানবজীবনে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা
- নিদ্রাহীনতার সমস্যা
- পর্বাত ঘুমের জন্য দরকার সু-অভ্যাস
- হাসি মিসেসেই সুস্থতার সার্বকজা

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন